সাদর উপহার।

বন্ধুবর

শ্রীতারক দাস বসু

বন্ধুবরেষু।

ভাই তারক।

অনেক দিন হইতে তোমার সহিত আমার আলাপ পরিচয় আছে, এবং তুমি অনেক সময় আমার অনেক উপকার করিয়াছ, কিন্তু আমি ভুলিয়াও তোমার কোন উপকার করিতে পারি নাই, পারিব এরূপ আশাও নাই; সেই কারণে অদ্য আমার এই "কাপ্তেন-বাবু" সাদরের সহিত তোমার করে অর্পণ করিলাম; যদিও ইহা তোমার কোন উপকারের যোগ্য নয়, কিন্তু ইহা অপেক্ষা তোমাকে ভালবাসা জানাইবার আর আমার কিছুই নাই বলিয়াই, ইহা তোমাকে উপহার দিলাম; ইচ্ছা না থাকিলেও লইতে হইবে।

৪২নং বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট, কুমারটুলি, কলিকাতা।
সন ১২৯৬ সাল।

তোমার ভালবাসার পাত্র—
শ্রীকালীচরণ মিত্র।
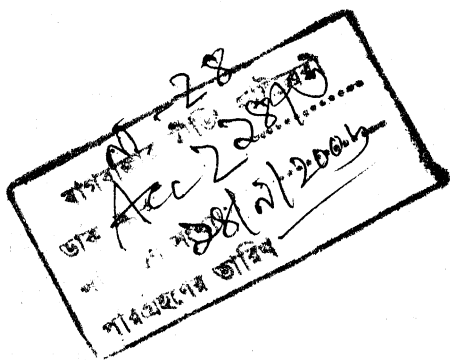
নাট্যরঙ্গোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

সারদাপ্রসাদ ঘোষ	(জমীদার)
অমৃত লাল পাইন	(বন্ধু)
নরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ	(জমীদারের পুত্র)
শরৎচন্দ্র বসু	(নরেন্দ্রের শশুর)
মন্মথনাথ দত্ত	(নরেন্দ্রের ইয়ার)
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	(পুরোহিত)
মিষ্টার বেলি	(বিচারপতি)
রামকৃষ্ণ ভড়	(মহাজন)
শিবনাথ	(খানসামা)

স্ত্রীগণ।

গোলক মণি	(সারদার স্ত্রী)
কৃষ্ণ রমণী	(নরেন্দ্রের শাশুড়ী)
কুশম কামিনী	(ঐ স্ত্রী)
প্রমদা সরকার	(শিক্ষীতা মহিলা)
মনমোহিনী	(জনৈক বেশ্যা)

উকিলদ্বয়, কাউন্সেল, ইন্টারপ্রিটার, কোর্টইনস্পেক্টার, কনষ্টেবল, বেহারা, মোক্তার, জমাদার, বেলিফ, পেয়াদা ও ঝি ইত্যাদি।

ভ্রম সংশোধন।

পাঠক মহাশয় একবার কৃপা চক্ষে দেখুন।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
আস্‌বেন না	৪	১১	তিনি আস্‌বেন না।
দেয়	৬	১৭	দেন।
হুজুকে	ঐ	৭	হুজুক।
আহ্নিক	ঐ	১৪	আহ্নিকে।
বাবুর	৮	১৩	বাবু।
লালিশ	ঐ	১৭	নালিশ।
করম	৮	৫	রকম।
লেখো	ঐ	৬	লেখা।
দিবে	ঐ	১৯	দিয়ে।
বেল্লেই	১০	১০	বল্লেই।
বৈটখানা	ঐ	১৬	বৈঠকখানা।
পাপ	১১	১৩	পাশ।
আসস্তে	ঐ	১৯	আস্তে।
মার্‌বো	ঐ	৯	মর্‌বো।
করেছ	১৪	৭	করেছে।
bisturb	১৫	১১	disturb
wou't	ঐ	১৫	don't
Translation	১৭	২	Translate
teeacher	১৫	১৩	teacher
বলুন	২২	১৪	বলুনগে।
তা	ঐ	১৫	তো।
(সুরেন্দ্র বাবু আসীন)	২৪	২	(নরেন্দ্র বাবু আসীন)
branby	২৫	৪	brandy
কাহাও	২৬	৩	কাহারও।
ধর্ম্মপক্ষে	ঐ	১২	ধর্ম্মপথে।
থুট	৩০	২১	খাট।
gail	৩২	২১	jail

কাপ্তেন-বাবু।

সামাজিক নাট্যরঙ্গ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(সারদা বাবুর বৈটকখানা, সারদা
বাবু ও অমৃত বাবু আসীন।)

সারদা। বুঝেচেন অমৃত বাবু, ছেলেটা দিন দিন অধঃপাতে যাচ্চে। মনে করেছে, যেন আমার আর উপর-ওয়ালা নাই। এখন কি করি বলুন দেখি।

অমৃত। এখন আর কি করবেন, টাকা টাকা যাতে আর না কেউ ধার দেয় তাই করুন।

সারদা। ভাই এ বৃদ্ধবয়েসে এক ছেড়ালেটা জমীদারি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, তার উপর এক অকাল কুষ্মাণ্ড জন্মে আমাদের হাড়েনাড়ে জ্বালালে; আমার যেন "গোদের উপর বিষফোড়া হয়েচে"। ভেবে আর কি করবো, কপালে যা থাকে তাই হবে।

অমৃত। মহাশয়, বলেন কি? এখন গ্রাহ্য করছেন না, এর-পর দেনাদারেরা চুলচিরে নেবে, তখন আপনার সখের জমীদারি থাকবে কোথা?

সারদা। অমৃত ভায়া, আমি সব বুঝ্তে পারি, তা দেখ বুড়-বয়েসে কোথা ঠাকুর দেবতার নাম করে পরকালের কার্য্য কর্‌বো, তা নয় চিরকাল কি এই সব নিয়ে থাকবো।

অমৃত। কত দেবতার পোঁদ পুড়িয়ে একটা ছেলে পেলেন, শেষকালে কিনা ছেলেটা লেখাপড়া শিখে ষাঁড়ের গোবর হ'ল।

সারদা। তবে এখন উপায় ছেলেটা কিসে ভাল হয় বল দেখি; আর টাকা কোন মহাজন ধার দেয় তা তুমি কি বল্‌তে পার?

অমৃত। হাঁ বল্‌তে পারি, শুড়িপাড়ার রামকৃষ্ণ ভড় সে ব্যাটা কত ভদ্রলোকের ছেলের এম্‌নি করে সর্ব্ব-নাশ করেছে। একগুণ দিয়ে চারি গুণ আদায় করে। এখন সেই চামারবেটাকে সমানে ব'লে পাঠান, যদি নরেন্দ্রকে পুনরায় টাকা ধার দেয় তা হ'লে একটি পয়সাও পাবে না।

সারদা। সে বেশ কথা; এখন শিবনাথকে পাঠিয়ে দি; মহাজন ব্যাটা মানে মানে যদি টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে তা হ'লেই ভাল, আর তা না যদি করে তা হ'লে এই সমস্ত বিষয় বৌয়ের নামে করে দেওয়া যাক্। দেখিদিথি ব্যাটা কোথা থেকে টাকা পায়।

অমৃত বাবু এখন বেলা অনেক হ'ল, উঠা যাক্, আহারাদি করে বৈকালে আস্‌বেন যা হয় দুজনে পরামর্শ করে করা যাবে।

অমৃত। যে আজ্ঞা, তবে উঠুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান বাটী।

নরেন্দ্র, মন্মথ ও মনমোহিনী।

নরেন্দ্র। মন্মথ বাবু আমার ইচ্ছা মনমোহিনীকে লেখাপড়া শিখাই ; নিজে First year অবধি পড়া গেছে, মনমোহিনীকে Fourth year অবধি পড়ান যাক ; কি বল হে চুপমেরে রহিলে যে ?

মন্মথ। আপনার ভাবনা কি, আপনি মনে করলে কিনা করতে পারেন, এখন কোন্ কালেজে যে মনমোহিনীকে Admit করবেন ? মনমোহিনীর কি মত জিজ্ঞাসা করে দেখি। (মনমোহিনীর প্রতি) কি হে মনমোহিনী তোমার মত কি ?

মনমো। নরেন্দ্র বাবু ও আপনার মতে যাহা হয় তা করিবেন ; আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি না।

মন্মথ। (নরেন্দ্রের প্রতি) নরেন্দ্র বাবু আমার মতে মনমোহিনীকে কালেজে না দিয়া বাটীতে মেম্ আনা-

ইয়া পড়ান্। এখনতো দেখুন কতদূরের জল কত-দূরে মরে।

নরেন্দ্র। বেশ বলেছ ভায়া, এই বেশ বুদ্ধি। এখন কালেজের কোন মেমকে আনাযায় বল দেখি ?

মন্মথ। মহাশয়! বেথুন কালেজের বাঙ্গালি মেম্ প্রমদা-সরকারকে ল'য়ে আসুন। তিনি একজন Well educated মেয়ে মানুষ। তিনি এই বার বি, এ, পাস হয়েছেন।

নরেন্দ্র। Well, মন্মথ বাবু তাঁহাকে পাঁচ ঘণ্টার জন্যে রাখিতে হ'লে Monthly মাহিনা কত দিতে হইবে, তাকি তুমি বল্‌তে পার ?

মন্মথ। হাঁ বল্‌তেপারি, পাঁচ ঘণ্টার জন্য Monthly মাহিনা প্রায় আড়াই শত টাকা। তা যদি না দেন তা হ'লে আস্‌বেন না।

নরেন্দ্র। হাঁ ঠিক কথা; তিনি একজন প্রকৃত বিদ্যাবতী এর কমে আস্‌বেন কেন; এখন কথাটা হচ্ছে আমার হাতে তো এক পয়সাও নাই। ভড় মহাশয়ের কাছথেকে আমার নাম ক'রে তুমি নিজে গিয়া একখানা পাঁচ শত টাকার Handnote লিখাইয়া ২৫০৲ শত টাকা লইয়া আইস! কাল সকালে একবার সকলে এই-খানে আস্‌বো, এখন তবে উঠা যাক্, রাত্রি অনেক হ'ল মনমোহিনীর কষ্টবোধ হচ্ছে। (মনমোহিনীর প্রতি) Come my dear lady come, এস প্রাণ-ধিকে এস। (মন্মথের প্রতি) Well Monmohto

Baboo don't forget, now good bye,

মন্মথ। All right.

(মন্মথ বাবুর একদিক দিয়া এবং নরেন্দ্রের সহিত মনমোহিনীর অপরদিকে প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

মহাজনের বাটী। ভড় মহাশয় ও তৎসম্মুখে শিবনাথ পত্র দিয়া দণ্ডায়মান।

শিবনাথ। বলি ও মহাজন মুশাই পত্র যে একমনেই পড়চেন্ উত্তুর টুত্তূর দিন।

মহাজন। শিবনাথ! তুই তোর মনিবকে বলগে যে ভড় মহাশয় আপনার পত্র গ্রাহ্য কর্‌লেন না।

শিবনাথ। তবে মুশাই, এখন চল্ল্যাম্, বাবুকে বলিগে যে মহাজনমুশাই বল্ল্যান্ যে আর তিনি টাকা টাকা ধার দিবান্ না।

মহাজন (স্বগতঃ) এব্যাটা কালা নাকি? (প্রকাশ্যে) বলি ওশিবনাথ শোন্ শোন্ তো ব্যাটার কি বায়েব্ ছিট্ আছে? এলোমেলো কি বক্‌চিস্।

শিবনাথ। মার্‌ব্যান্ নাকি মুশাই, আসুন তবে দেখা যাক্ (কমরবন্ধন)।

মহাজন। ওহে বাপু, তুমি চটকেন; (উচ্চৈঃস্বরে) কালা নাকি

শিবনাথ। মুশাই আমি কালা নই কানে কম শুনি, কি বল্‌চেন শিগ্র বলুন।

মহাজন। তুই তোর মনিবকে বলগে, যে মহাজন মহাশয় আপনার পত্রের কথা বাতিল কর্‌লেন।

শিবনাথ। বলি মহাজন মুশাই পরে পস্তাবেন, বাবু এদিকে ছেলের কাপ্তেনি দেখে সব বিষয় বৌমার নামে ক'রে দিয়েছেন।

মহাজন। তুই ব্যাটা তোর মনিবের চেয়ে যে এককাটি সরেস দেখ্‌চি; যা ব্যাটা বেরিয়ে যা।

শিবনাথ। আমায় যদি ব্যাটা বল্‌বেন্ তো গায়ে গা-ঘসে দিব। আচ্ছা এখন বেরিয়ে চল্লুম; কিন্তু বাবা পরে পস্তাতে হবে, পস্তাতে হবে, পস্তাতে হবে।

(শিবুর প্রস্থান)

মন্মথ বাবুর প্রবেশ।

মহাজন। আস্তে আজ্ঞা হউক মন্মথ বাবু; আজ আবার কি মনে ক'রে; ওদিকে নরেন বাবুর ঠাকুর একটা কালা খান্‌সামা দিয়ে ব'লে পাঠিয়ে ছিলেন যে এবার থেকে মহাজন মহাশয় আর যেন নরেনকে টাকা ধার না দেয়।

মন্মথ। আপনি উত্তর দিলেন কি ?

মহাজন। উত্তর দিলুম আর কি; বলে দিলুম যে তোর বাবুকে বল্‌গে যে মহাজন মহাশয় আপনার পত্র গ্রাহ্য কর্‌লেন না।

মন্মথ—বলি ভড় মহাশয় বেটার অনেক বিষয়; একটিমাত্র

ছেলে; দেখুন ঐ ছেলে বেটার ঠেঙে Handnote কাটিয়ে কাটিয়ে একগুণ থেকে দশগুণ নিতে হবে। আপনি সচ্ছন্দে টাকা ধার দিন কিছু ভয় নাই। ইহাতে আপনার লাভ বই লোক্সান নাই।

মাহাজন। খানসামা ব্যাটা বলে গেল যে কর্ত্তা মহাশয় সমস্ত বিষয় বৌয়ের নামে করে দিয়েছন, তাই আমার ভাবনা হচ্ছে।

মন্মথ। ও সব হুজুকে শোনেন কেন; দেখুন নরেন বাবু বলেন যে বাবা মোলে সমস্ত বিষয় মনমহিনীর নামে ক'রে দিব। এইখানেই বুঝে দেখুন না টাকা পাবেন কিনা?

মহাজন। হাঁ, মনমোহিণীর নামে হলে পেতে পারি; সে যাহা হউক এখন আপনার কি মনে করে আসা হয়েছে; শীঘ্র বলুন, বেলা অনেক হ'ল, স্নান আহ্নিক যেতে হবে।

মন্মথ। নরেন্দ্র বাবু আমাকে দিয়ে বলে পাটিয়েছেন যে, মহাজন মহাশয়ের নিকট হইতে এই পাঁচশত টাকার Handnote দিয়া আড়াই শত টাকা আনিবে এক্ষণে তাঁহার মনমোহিনীকে লেখা পড়া শিখাই বার ইচ্ছা গেছে। আপনি তো জানেন একটা বাঙ্গালি মেমের মাহিনা হদ্দ দুইশত টাকা। আমি তার কাছে আড়াই শত টাকা মাহিনার কথা বলিয়াছি। এখন আমি যা কর্‌ব, যা বল্‌ব তাই হবে। আমি আপনার লাভ বই লোক্সানের দিকে

যাই না। সে যাহা হউক এখন কি টাকা দিবেন? নরেন্দ্র বাবু আমায় শীঘ্র যেতে বলেছেন। আর দেখুন ঐ যে বাদ বাকি পঞ্চাশ টাকা আমার লাভ।

মহাজন। কৈ Handnote খানা দিন, ইহাতে নরেন্দ্র বাবুর সই আছেতো?

মন্মথ। আপনাকে কিছু ভাবতে হবেনা। আমি সমস্ত ঠিক ক'রে এনেছি।

মহাজন। আচ্ছা বসুন, আমি টাকা আনিয়া দিতেছি।

(মহাজনের টাকা আনিতে গমন)

মন্মথ। (স্বগতঃ) বাবা এবার পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা হাতাব, কি মজা। (মহাজনের টাকা লইয়া পুনঃ প্রবেশ) কৈ মহাশয় টাকা এনেছেন।

মহাজন। আজ্ঞা হাঁ, এই নিন্ আড়াই শত টাকা। আর মন্মথবাবু দেখুন আপনি এই Handnoteএর উপর নরেন্দ্র বাবুর টাকা পাইলেন বলিয়াআপনার নামের স্বাক্ষর করুন।

মন্মথ। কৈ দিন (স্বাক্ষর করওন) এখন তবে বসুন মহাশয়, আসা যাক্।

মহাজন। আজ্ঞা আসুন। (মন্মথের প্রস্থান) (স্বগতঃ) টাকা গুলো দিয়ে মনটা কিরম খেচেড়ে গেল, দিন কতক দেখে নালিশ করবো; এখন উঠি, আজ আবার গঙ্গা স্নানে যেতে হবে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

(সারদা বাবুর শয়ন গৃহ। সারদা

বাবুর ও গোলকমণি।)

সারদা। গিন্নি গতিক ভাল নয়, এমনি কুলাঙ্গার গর্ব্ভে ধরেছিলে, যে আজন্ম কালটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাল্লে।

গোলক! আমার মনে ছিল না যে নরেন্দ্র আমার এ করম হবে। এত লেখো পড়া শিখিয়ে সব পণ্ড শ্রম হ'ল। কপাল গুণে গোপাল যোটে আর সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট; শিব নাথের মুখে শুনিছি যে তেলি পাড়ার প্রিয় দত্তের ছেলে মন্মথ দত্ত সেই ছোড়াই খেলে। তার চোদ্দ পুরুষ পরের সর্ব্বনাশ ক'রে আস্‌ছে তা সেই বা কেন না কর্‌বে; এখন আমাদের ঘর শাসন করা উচিত, ছেলেকে ডেকে পাঠাও বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখ তাতেও যদি না শুনে তা হ'লে এই সমস্ত বিষয় বৌয়ের নামে ক'রে দাও।

সারদা। সে বেশ কথা; দশ জনের শাম্নে ছোড়াটাকে বোঝান যাক্, দেখি কি বলে, নেহাত না শোনে মনে করবো যেন ছেলে হয়নি আমার ভাবনা যে আমি ম'লে সংসারটা উচ্ছন্নে যাবে। শরৎ বাবু অতি সজ্জন লোক মেয়ে দিবে যেন চোর দায় ধরা পড়েচেন তিনি ভাল মন্দ কিছুই জানেন না। সে

যাহা হউক সবাইকে বলে পাঠান যাক্। কাল সকালে যা হয় তার বিহিত কর্‌বো।

গোলক। আগিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে ভাল কথায় বস্ ক'র, তার পর সে কি বলে দেখ। আমি তেমন মা নয়, যদি কথা না শুনে তা হ'লে তার মুখ দর্শন করতে চাহিনা।

সারদা। অদৃষ্টং লিখিতং ধাতা খণ্ডাতে পারে কার বাবার ক্ষমতা। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে; যে ভাল হবার সে আপনি ভাল হবে। তুমি বল্লেই বা কি হবে, আমি বেল্লেই বা কি হবে আর ইষ্টি গুরু বল্লেই বা কি হবে; নেহাত না শুনে তো তোমার খোকাকে তোমার কাছে পাটিয়ে দেব, তুমি গর্ভধারিণী পেটে রত্ন ধরেছিলে একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখ। যা হ'ক এখন বসে থাক্‌লে হবে না গিন্নি তবে বাহির থেকে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

(সারাদা বাবুর বৈটখানা। সারদা)

অমৃত ও শরৎ বাবু আসীন)

সারদা। অমৃত বাবু আমি তো সেই মহাজন ব্যাটার কাছে শিবুকে পাটিয়ে ছিলুম, তার পর সেই কশাই ব্যাটা বল্লে যে যা তোর মনিবের পত্র আমি গ্রাহ্য করিনা।

অমৃত। আর কিছু বল্‌বেন না ব্যাটা পরে পস্তাবে। (শরৎ বাবুর প্রতি) শরৎ বাবু যা হ'ক আপনি খুজেখুজে বেড়ে জামাইটি পেয়েচেন।

শরৎ। মহাশয়, আগিয়ে দেখলুম জমীদারের ছেলে, তাতে আবার পাস করা ছেলে। তা আমার অদৃষ্টে জামাই ভাগ্যিটি নাই। কি কর্‌বো, এখন রক্ত গরম, বয়েস হলে আপনিই বুঝবে।

সারদা। বুঝেচেন মহাশয়েরা, ব্যাটা মনে করেছে, যে বাবাটা সেকেলে মানুষ অতশত জানে না, ওটাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছি। যা হ'ক বেটা কতদিন ভেড়া বানিয়ে রাখে তা দেখ্‌বো।

শরৎ। বেই মহাশয় যা বল্লেন। এখন কার ছেলেরা যদি একটা পাপ করে আর বাপের কিছু বিষয় থাকে তা হলেই মনে করে আমিই বা কে আর রাজাই বা কে ; এখন ও সব কথা যাক, পূরোহিত মহাশয়ের না আসবার কথা আছে ? কখন আস্‌বেন তা কিছু বলেছেন ?

সারদা। হাঁ এই আস্‌বার সময় হয়েছে। (পূরোহিতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ঐ যে আসছেন। (পূরোহিতের প্রতি) আসস্তে আজ্ঞা হউক ভট্টচার্যি মহাশয়, প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম,

পূরোহিত। কল্যাণ অস্তু ; এখন খবর ভাল তো। শুন্‌চি ছেলেটাকে নাকি ভূতে পেয়েছে ?

অমৃত। ভটচায্‌ মহাশয়, ভূতেপায়েনি , বাজারে পেতনিতে

পেয়েছে। ছোড়াটা এমনি পেতনির রূপে ভুলেছে যে একেবারে জল হ'য়ে রয়েছে।

শরৎ। পুরোহিত মহাশয় জামাইয়ের ভাবনায় আমার নিদ্রা নাই, আহার নাই, মনের সুখও নাই। আপনি এক জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, এখন কি করা যায় বলুন দেখি।

পুরোহিত। মহাশয়,আমাদের শাস্ত্রে ক'চে থাকে যে "একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোঠরস্থেন বহ্নিণা। দহ্যতে তদ্বণং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা ॥" যে রূপ অগ্নিযুক্ত একটি মাত্র কুবৃক্ষের দ্বারা সমস্ত বন দগ্ধীভূত হয়, তদ্রূপ একটি কুপুত্রের দোষে সমস্ত বংশ কলুষিত হয়। এখন সারদা বাবুর পুত্র, বাপের বৃদ্ধ বয়সে কোথা সহায় সম্পত্তি হবে, তা নয় বিদ্যাশিখিয়া এক কুষাণ্ড হ'ল। এ বংশে যেমন কুলাঙ্গার কথন হয়নি তেমনি নরেন এ বংশটাকে উচ্ছন্নে দিচ্ছে। এখন ছেলেটাকে এনে বুঝান্। আমি আর দেরি কর্‌তে পারি না। আমায় আবার আর এক শিষ্যের বাটী যেতে হবে। তবে আসি

সকলে। আসুন, প্রণাম হই।

পুরোহিত। কল্যাণ ভবতু। (পুরোহিতের প্রস্থান)

অমৃত। সারদা বাবু আপনার বেহারাকে দিয়ে নরেনকে একবার ডেকে পাঠান্।

সারদা। (বেহারর প্রতি) বেহরা

বেহারার প্রবেশ।

বেহারা। হুকুম মহারাজ।

সারদা। নরেন বাবুকো বোলায় লাও।

বেহারা। বহুত্ আচ্ছা।

(বেহারার নরেন্দ্রকে ডাকিতে গমন ও নরেন্দ্রকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

সারদা। (বেহারার প্রতি) আচ্ছা তোম্ যাও আউর এক ছিলাম তামাকু লিয়াও। (নরেন্দ্রের মস্তকে হাত দিয়া) বস বাবা বস। বাবা তুমি বুড়া বাপ মার মুখ পানে কি একবার চাও না। আজ বাদে কাল আমরা মার্‌বো, এ সমস্ত বিষয়ের অধিকারী তুমিই হবে। যা কিছু বিষয় আছে, তা এই বেলা থেকে কেন ফুঁকে উড়িয়ে দিচ্ছ?

নরেন্দ্র। আমি ঢের ঢের Father দেখেছি, তোমার মত এ রকম Stupid Father দেখি নাই। যা বলবার তা মুখে বল, মাথায় হাত টাত্ দিওনা বল্‌চি, আমার টেরি খারাপ হয়ে যাবে। এবার First time বলে Excuse কর্‌লুম।

অমৃত। শুন্‌লেন শরৎবাবু ছেলের আক্কেল দেখ্‌লেন তো, বাপকে বল্‌লে Stupid father আবার বল্‌লে কি যে মাথায় হাত দিওনা টেরি খারাপ হবে; বাবা কলির ধর্ম্মই বটে, আজন্ম কালটা খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে এখন বুড় বাপ মার কোন উপকারেও এলোনা। এখনকার পাস করা নয় তো ছেলেদের মাথা খাওয়া; টটামিটি শিখে এখন বাপমা হ'ল Stupid আর নিজে একজন খুব বুজদার।

শরৎ। তাইতো মহাশয় আমি দেখে অবাক্ হলেম্, এখন আমি কি একবার ব'লে দেখ্‌বো?

অমৃত। আজ্ঞা না অতটাতে যাবেন না, কথার পিটে দুচার্‌টে কথা বলবেন; ছোঁড়ার যে রকম মেজাজ দেখচি আপনি বলতে গেলে হয় তো মেরে বস্‌বে। তবু সারদা বাবুকে বাপ বলে অনেক খাতির করেছ।

নরেন্দ্র। আমি এ রকম Rustic দের সঙ্গে কথা কহিতে চাহি না। যে সব লোক Etiquette জানে না। যাদের Discipline দোরস্থ নয় তাহারা আমার সঙ্গে কথা কহিবারও যোগ্য নয়।

সারদা। আরে বাবা এখন বুঝতে পাচ্ছনা এরপর অঝ্‌ঝরে কাঁদ্‌তে হবে। যখন একটা পয়সার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হবে, তখন কি করবে বাবা। তখন আমরা Stupid ও হব না Rustic ও হব না। আর আমি কিছু বলতে চাহিনা, যা প্রাণ চায় তাই কর। এখন আমার সাম্নেথেকে দূর হও।

নরেন্দ্র। Let bygones be bygones, ওসব কথা যেতেদাও এখন আমায় কি জন্য ডাক্‌ছিলে?

অমৃত। এই সবের জন্যই ডাকা হয়েছে। এখন ভালটাল হবে কি? না এখন বুঝি সেই বাজারে পেতনিটা ঘাড় থেকে নাবেনি?

নরেন্দ্র। Who are you? You don't know how to speak with an educated young fellow?

গিন্নি। (অন্তরালে থাকিয়া) বলি বাছা নরেন, তুমি বুঝেও কি বুঝতে পাচ্চনা, দেখ আজ কালের বাজার বড় খারাপ, একটা পয়সার জন্য লোকে মাথামুড় খোঁড়ে তবু পায় না। বাবা, মা হই, একদিনের জন্যও গর্ভে ধরে ছিলুম, আমার কথা রাখ, বুদ্ধি একটু ভাল কর। আমাদের এ বৃদ্ধ বয়েসে তুমিই সহায়। এখন মতি গতি ভাল দিকে দেবে কি?

নরেন্দ্র। Go away you sorceress, why are you too annoying me? I have many business out side—অনেক কাজ আছে। ওদিকে প্রমদা সরকারের বাহিরে আসিবার কথা আছে। Don't bistuurb me again, Ican't wait more, মনমোহিনী কি মনে কর্‌ছে। আমি কেন আর Wizard দের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করে নিজের মস্তিষ্ক খারাপ করি। Go, go you devils won't speak with me.

(নরেন্দ্রের বেগে প্রস্থান)

সারদা। (গিন্নির নিকটে গিয়া) গিন্নি, তুমি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পেটে নুড়ো জেলে দাওগে। (গিন্নির প্রস্থান) (শরৎবাবুর প্রতি) শরৎবাবু দেখলেন, ব্যাটাতো ভেড়া বানিয়ে অনেক দিন রেখে ছিল, শেষকালে বাপমাকে বুড় দেখে গোটা পাঁচ ছয় ইংরাজি ক'রে কি গালাগাল দিয়ে গেল।

শরৎ। বেই মহাশয়, আর কি হবে বলুন, যখন দেনাদারেরা নালিশ কর্‌বে তখন চেতন হবে। এখন আপনি

বল্লেও হবে না আমি বল্লেও হবে না। আর আমি সেই মহাজন ভড় ব্যাটাকেও ভাল রকম জানি, সে ব্যাটা কিছুদিন পরেই নালিস কর্‌বে। এখন নিশ্চিন্তে হরিনাম করুন। মনে করুন ছেলে যেন হয় নি, আমি মনে করি আমার যেন মেয়ে হয় নি। রাত্ত দিন এক ছোঁড়ালেটা নিয়ে থেকে কি হবে। কি বলেন অমৃত বাবু?

অমৃত। যেমন দেখছি। ও একবার না চেতলে টের পাবে না। আমার আপিসের বেলা হ'ল, এখন যাই সন্ধ্যাকালে আস্‌বো। (প্রস্থান)

সারদা। বেই মহাশয়, আপনি তবে একটু জল টল খেয়ে যান। অমনি মুখে যাওটা ভাল দেখায় না।

শরৎ। এ ঘরের কথা। বেলা অনেক হ'ল। এখন উঠলুম।

সারদা। তবে আসুন। আমিও উঠি।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ—দৃশ্য।

(মনমোহিনীর গৃহ। টেবিলের চতুর্দ্দিকে চারি খানি কেদেরা। একখানিতে মনমোহিনী পুস্তক হস্তে পাঠ করিতেছে। আর একখানিতে প্রমদা উপবিষ্টা। আর দুইখানিতে নরেন্দ্র ও মন্মথ বাবু আসীন।)

মনমো। Well madam কল্য আপনি আমায় যে সমস্ত বিষয় Translation কর্‌তে বলে ছিলেন। অদ্য আমি সে সমস্ত Subject finish করেছি।

প্রমদা। Have you got them by heart তুমি কি, সেই সমস্ত মুখস্ত করিয়াছ?

মনমো। O yes there is no doubt about it.

প্রমদা। Frist tell English then go on with their Bengali meanings অগ্রে ইংরাজী বলিয়া তৎপরে তাহার বাঙ্গালা মানে কর।

মনমো। Then hear me তবে শুনুন "Scarcely had the work appeared in England when it was attacked by the missionaries and most violently of all by their teeacher of Philosophy at Aberdeen."—উক্ত পুস্তক ইংলণ্ডে প্রচারিত

হইবামাত্র, খৃষ্টীয় প্রচারকেরা এককালে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল; তন্মধ্যে এবার্ডিনের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক অধিক, বিপক্ষতা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন।

প্রমদা। All right I am very much glad বেশ হয়েছে, অমি বড় সন্তুষ্ট হলেম। Tomorrow you must get by heart from this part up to that কাল এই খান থেকে এই অবধি পড়া রহিল, মুখস্ত লইব। (সকলের প্রতি) Well dear friends good bye now.

সকলে। Good bye, good bye.

(প্রমদার প্রস্থান)

নরেন্দ্র। Excellent, I am astonished what a sharp memory my dear lady has দেখচো মন্মথ আমার মনমোহিনীর কেমন স্মরণ শক্তি? এক একটি কথাতে যেন মধুবর্ষাতে লাগলো।

মন্মথ। দেখচেন কি, লোকে ৪ বৎসরে Fourth year পাস হয়, আপনার মনমোহিনী ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত লেখা পড়াকে একেবারে আঁচলে বাধবে।

সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(অন্দর মহল। গোলক মণি, কৃষ্ণ রমণী ও কুশমকামিনী আসীন।)

গোলক। বলি বউমা, ভাতটাত খাও, বেলা অনেক হ'ল। তোমার রকম সকম দেখলে আমার দ্বিগুণ ভাবনা হয়। অদৃষ্টের লিখন বাছা কে খণ্ডাতে পার্‌বে বল!

কৃষ্ণ। তা ঠিক বেন ঠাকরুণ। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, আমার কুশমের অদৃষ্টে যদি ভাল থাকে তা হ'লে ঐ নরেন আবার কুশমের গোলাম হয়ে থাকবে।

গোলক। (কুশমের প্রতি) মা শিঘ্র করে খেয়েটেয়ে নাও, এখনি পালকি আসবে (ঝির প্রতি) ওঁর ঝি শুনে যা।

ঝির প্রবেশ।

ঝি। হাঁগা, বলি ডাক্‌ছিলে ক্যানে গা; বলি সমস্ত দিন খেটে খুটে একটু আরাম কর্‌বো তা নয় ঝি ঝি করে রাত্ত দিনই ডাকচেন। এই এতদিন রয়েছি কৈ একখানা তসর কাপড়ও দিলেনা। না বাবা আমার আর চাকরিতে দরকার নাই। গতর স্থখে থাকলে ঢের যায়গায় পেটের ভাত আর পোঁদের কাপড় ক'রে খেতে পার্‌বো। এখন ক্যানে ডাকছিলে।

কৃষ্ণ। একখানা পালকি ডেকে আন্‌তে।

ঝি। আন্‌ছি, তবে চল্লেম। (ঝির পালকি ডাকিতে গমন)

গোলক। বুঝেচ বেন্। এক ছেলের ভাবনায় মর্‌চি, আবার ঝি বেটি রাত দিন খিচির খিচির করে মরে। ওর ঐ স্বভাব।

(ঝির পুনঃ প্রবেশ)

ঝি। কোথায়গো মাঠাকরুনেরা, পালকি এসে বসে রয়েছে। (কুশমকে সাজিতে দেখিয়া স্বগতঃ) ওমা বউ তো নয় যেন খান্‌কি। হ্যাঁগা যার ভাতার বাড়ী ঢোকে না, মুখ দেখে না, তার আবার সাজাগোজা কি। আমাদের দেশে যদি বাপু কেউ ওরকম ক'রে সাজে গোজে, তা হ'লে তাকে স্নুধু ধান্‌সেদ্ধো আর মুখে চুন কালি দিয়েএকঘোরে কোরে রাখে। কলকেতার লোকেরা বাজারে খান্‌কিকে আবার খান্‌কি বলে নিজেদের ঘরে বার কর্‌লে যে যোড়া যোড়া খান্‌কি বেরোয় তা দেখেও দেখ্‌তে পায় না। একটা কথা আছে না যে 'আপনার বেলা আঁটি সুটি পরের বেলা দাঁত কপাটি তাই হয়েছে আমাদের বাবুর; উনি আবার মনমোহিনীকে বাজারেখান্‌কি বলেন, নিজের বউ যে খান্‌কির ঠাকুর মা তা দেখেও দেখতে পান্ না। (গিন্নির প্রতি প্রকাশ্যে) বলি ওগো গিন্নি ঠাকরুণ বেটা যে বছর খানেক ধরে ঘরে আসেনি তা তো দেখচো আবার কোন আক্কেলে বউকে সাজাতে বসেছ। এখন চট্‌পট্ ক'রে

মনের সাধ মিটিয়ে নাও। পালকির বেহারারা চেচাচ্চে।

কৃষ্ণ। এই যে বাছা হয়েচে; তুমি একটু দেরী করতে বলগে। এতক্ষণ বসেছে আর খানিক ক্ষণ কি বসতে পারে না?

গোলক। বেন্, ওর সঙ্গে কথা ক'ওনা, ওবেটী এক্ষনি তোমায় অপমান করে বসবে। আমার দাদা শশুরের আমলের ঝি বলে কর্ত্তা কিছু বলেন না; তাইতে অত আস্পর্দ্ধা।

ঝি— হ্যাঁগা বলি তারা কি আমার বাবা কেলে চাকর না আমার ভাতার যে দেরি করবে। গিন্নির তো আর কিছু নেই কেবল গালাগাল টুকুন আছে। এখন আসতে হয় এস, নয়তো পালকি ফিরিয়ে দিইগে।

গোলক—বৌমা উঠ। (কুশমের শাশুড়ীর প্রতি নমস্কার) সতী সাবিত্রী হও মা, মনের সুখে থাক, আমার নরেণের মতিগতি তুমি আসতে আসতে যেন ভাল দিকে যায়।

কৃষ্ণ। বেন্ তবে আসি ভাই।

গোলক। এস ভাই এস। নারায়ণের কাছে জামাইয়ের নামে একশত আটটি তুলসি দিও। (ঝির প্রতি) ঝি তুই এই পালকির সঙ্গে যা।

(গোলকের প্রস্থান)

ঝি। বাবা এতোম্মো জ্বালা, জামাই কোথা তার ঠিক নেই শাশুড়ী হতে এলেন। মরুগ্যে যদ্দিন ঋণ আছে

শুধি। (পালকির বেহরা দিগের প্রতি) ঐ বেহারারা চল চল।

(ঝির প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

(মহাজনের বাটী। মহাজন ও তৎসন্মুখে মন্মথ আসীন।)

মহাজন। কৈ মন্মথ বাবু আপনি না বলেছিলেন যে টাকা কিছু কিছু ক'রে শোধ দিবে। তা কৈ প্রায় দুবৎসর হ'ল এক পয়সারও সংস্রব নাই।

মন্মথ। দেবার মত তো দেখ্‌চিনা; ও দিকে কর্ত্তা সমস্ত বিষয় নরেণ বাবুর স্ত্রীর নামে ক'রে দিয়েছেন।

মহাজন। টাকা তাবাদি হ'তে চল্ল, আরো কি চুপমেরে থাকা যায়। আমি আগিয়েই জানতুম, কেবল আপনার পরামর্শে এই সমস্ত হ'ল।

মন্মথ। আর দুই একটা দিন দেখুন না এত দিন সয়েচেন আর এই কটা দিন কি সহিতে পারেন না?

মহাজন। আর দেরী ক'রে কি কর্‌বো, ও দিকে সমনের খর্‌চা দেওয়া হয়েচে। এই আসচে মঙ্গলবার শমন বেরুবে। ইহার মধ্যে নরেণ বাবুকে টাকা টাকার সংগ্রহ করতে বলুন সে, সংগ্রহ করতে পারেন তা ভাল নচেৎ জেল খেটে শোধ দিতে হবে।

মন্মথ। মহাশয়, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই আমায় ক্ষমা করবেন আমি আপনার পক্ষে সাক্ষি দিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে আমার নামেতো শমন ধরাননি ?

মহাজন। না, আমি নরেন বাবুর নামে শমন ধরাইয়াছি। আপনি কি যথার্থ বলিতেছেন যে আমার পক্ষে সাক্ষি দিবেন ?

মন্মথ। আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু যেন নরেণ বাবু এখন টের না পান। তবে এখন আমি নরেণ বাবুকে টাকা টাকার সংগ্রহ করিতে বলিগে। নমস্কার মহাশয়, আমি আসি তবে।

(মন্মথের প্রস্থান)

মাহাজন। আসুন একটু শীঘ্র আসবেন। (স্বগতঃ) আমিও আর বসে কেন। এখন দেখিগে যদি দুই চারিটী মিথ্যা সাক্ষী যোটাতে পারি, তাহা হ'লে অনেকটা বাঁচোয়া। নরেন বাবু বড় লোকের ছেলে উনি মনে কল্লে পঞ্চাশটে সাক্ষী যোটাতে পারবেন। আমার তো সাক্ষী নাই সাক্ষীর মধ্যে মন্মথ বাবু। তা ও বেটাকে বিশ্বাস হয়না। ও ব্যাটা চাপ পড়লে বাপ বলে। ও যে কালে ওর বন্ধু নরেন বাবুর উপর বিশ্বাষঘাতকতা করেছে তা আমার উপর করতে বা কতক্ষণ। সে যা হক্ এখন কি Plan করলে হেরে। যেতে না হয় তাও দেখিগে।

(প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

(মনমোহিনীর গৃহ। মনমোহিনী
ও সুরেন্দ্র বাবু আসীন।)

নরেন্দ্র। বলি, প্রাণেশ্বরী একটা গান টান গাও, খানিকক্ষণ শুনে কানটাকে ঠাণ্ডা করি।

মনমো। তবে শুনুন—(হাত ধরিয়া)

গীত।

"রমণীর জ্বালা রমণী জানে,
মরমে বেদনা মরমে সহেনা ;
জীবন তো লুকানদায়—
জিবনে মরণে, রমণী রমনে
বাঁধা থাকে নারী পিরিতী বাঁধনে
সে বাঁধনি খোলে সে পিরিতী ভোলে
পুরুষ কি নির্দ্দয়"—

নরেন্দ্র। বিধুমুখী, আমি এজন্মে তোমায় ভুল্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু স্ত্রীলোকের মন, তুমি হয়তো আমায় ভুল্‌তে পার।

মনমো। সে কি প্রাণ, ও কেমন কথা আমি তোমায় ভুল্‌ব এমন কি হতে পারে? এখন চুপমার, ঐ দেখ মন্মথ বাবু আস্‌চেন্‌। বোধ হয় ওঁর কিছু হয়েছে—উনি মুখ চুন করে আস্‌চেন কেন?

(মন্মথ বাবুর প্রবেশ ও উপবেশন)

Good morning, Monmotho Baboo ; ওরকম ক'রে এলেন কেন ? আপনার কি হয়েছে ?

নরেন্দ্র। Dear monmotho ওরকম Dull fellew র মতন এসে বসে রহিলে কেন। Take a glass of branby and drink it তা হলে মনে অনেক ফুর্ত্তি হবে, কিছু ভাবনা থাক্‌বেনা।

মন্মথ। (মৌণভাবে) নরেন্দ্র বাবু আপনার নামে মহাজন মহাশয় নালিশ করেছেন আজ বাদে কাল জেলে যেতে হবে। আর আমোদ করে কাজ নেই এখন টাকার চেষ্টা দেখুন।

নরেন্দ্র। কি বল My dear এত রসিক হলে ক'বে ?

মন্মথ। আমি আপনার সঙ্গেঠাট্টা কচ্চি না। যথার্থ এই মঙ্গল-বার আদালতের লোকেরা সমন ধরাতে আস্‌বে।

নরেন্দ্র। কোথায় আর টাকা পাব, বাবার কাছে চাহিবাব আর মুখ রাখি নাই। এখন কি করি।

মনমো। (সস্বব্যস্তে উঠিয়া) নরেণ বাবু আমি আজ থেকে আমার মার বাটীতে চল্লুম। আমি আর আপনার কাছে থাকিতে ইচ্ছা করিনা।

(প্রমদা সরকারের প্রবেশ)

প্রমদা। Well মনমোহিনী পড়া হয়েছে।

মনমো। আজ্ঞা না আমি আজ থেকে আপনার কাছে আর পড়্‌বোনা। নরেণ বাবু আজ বাদে কাল জেলে যাবেন। ইনি আর মাহিনা যোগাতে পার্‌বেন না ;

আপনি মানে মানে চলে যান, আপনার এ মাসের মাহিনা শোধ হয়েছে। আমিও মানে মানে পালাই। মন্মথ বাবু মানে মানে পালাবেন। কাহাও থেকে দরকার নাই। যে যার আপনার পথে যাওয়া যাক্। বকের দলে সারসও কেন ধরা পড়ে। কি বলেন মাষ্টার মহাশয় আমি ঠিক্ বলেছি কিনা ?

দা। What a sad thing it is, good bye forever আমি তবে চল্লেম।

প্রমদার প্রস্থান।

মনমো। নরেণ বাবু, মন্মথ বাবু এই দেখুন, আপনাদের সম্মুখে আমি স্বধুহাতে, স্বধুগায়ে চলিলাম। আমি আপনার সঙ্গে আর আলাপ করিতে চাহি না। I am going forever চিরকালের জন্য চলিলাম।

মনমোহিনীর প্রস্থান।

মন্মথ। এখন কি কর্‌বেন, টাকা টাকা যোটাবেন না ভামের মতন বসে থাক্‌বেন ?

নরেন্দ্র। আর কোথা থেকে যোটাব ; জেলে যেতে হয় যাব। এই খানেই এখন থাকি, বাবার কাছে চাহিতে পার্‌ব না, সে পথ অনেক দিন ঘুচিয়ে রেখেচি। যদি তিনি দয়া করে ক'য়ে দেন তা পরের কথা। এখন মন্মথ ভাই তুমি মহাজন ব্যাটাকে বলগে যে আমায় যেন জেলে দেয়; বেটা আমার কাছে অনেক জুচ্চোরী করেছে। যা থাকে তাই হবে, এখন অসময় পেয়ে তুমিও চড়া চড়া কথা বলচো। যাও আমি

তোমার সহিত কথা কহিতে চাহিনা তোমার মহাজন বাবাকে আমায় জেলে দিতে বলগে।

মন্মথ। আচ্ছা চল্লেম। আপনাকে কি রকম জব্দে ফেলতে পারি তা দেখবেন্। প্রস্থান

নরেন্দ্র। (স্বগতঃ) হা বিধাতঃ তুমি আমার মতন হতভাগাকে কেন জন্ম দিয়াছিলে। হায় এ পৃথিবীতে যেন কেহ শঠ বন্ধু ও শঠ স্ত্রীলোকের সহিত প্রণয় না করে। আমি মন্মথকে পরম বন্ধু ও মনমোহিনীকে পরম হিতৈষিনী বলিয়া জানিতাম। সকলেই অসময়ে আমার মুখে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। হা পিতঃ! আপনি আমার যথার্থ কথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে এ মূঢ়ের জ্ঞান নয়ন খুলিয়াছে। আমি কেমনে জন সমাজে এ কালা মুখ দেখাইব। হা জগদীশ্বর আমায় এই খানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইতে দিন্। দেখি কাল ফনিরা কতক্ষণে আসে। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করি।

(হটাৎ মন্মথ বাবুর পেয়াদার সহিত প্রবেশ ও শমণ দেওন)

মন্মথ। (পেয়াদার প্রতি) এ পেয়াদা এ বাবুকো শমন দেও। (শমন দেওন ও নরেন্দ্রর প্রতি) নরেন্দ্র বাবু আপনি আগত বৃহস্পতিবার জজসাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। অন্যথা না হয়।

(পেয়াদার ও মন্মথের প্রস্থান)

নরেন্দ্র। এখন কাহারও নিকট যাইবনা। আদালতে সকলেই উপস্থিত হইবেন। আর ভাবিয়া কি করিব। এখন

নিদ্রাগারে একটু নিদ্রা যাইগে। কল্যপ্রাতঃকালে আদালতে যাইতে হইবে।

(নিদ্রাগারে প্রাস্থান)

দশম দৃশ্য।

স্মল্ কজ্ কোর্ট।

(মিষ্টার রেলি, কাউন্সেল, ইণ্টারপ্রিটার, উকিল দ্বয়, কোর্ট ইন্স্পেক্টার, কন্ষ্টেবল, মোক্তার, জমাদার, সারদা, অমৃত, শরৎ, নরেন্দ্র, মন্মথ, পুরোহিত মহাজন, শিবনাথ ইত্যাদি।

ইণ্টার। (প্রথম উকিলের প্রতি) আপনি রামকৃষ্ণের পক্ষে কি দেখাতে চান দেখান্?

১ম উকিল। Well Mr Interpretar আমি রামকৃষ্ণের পরিবর্ত্তের এই কথা বলিতে চাহি, যে ও ব্যক্তি যদিও নাবালককে টাকা দিয়াছিল তথাপিও ঐ টাকা রাম কৃষ্ণের পাওয়া উচিত।

ইণ্টার। (দ্বিতীয় উকিলের প্রতি) আপনি নরেন্দ্রর পক্ষে কি বলিতে চান বলুন?

২য় উকিল। আমার বক্তব্য এই যে, মহাজন রামকৃষ্ণের ইহাতে এক পয়সা পাওয়া উচিত নয়, কারণ যে ব্যক্তি না বুঝিয়া সুঝিয়া নাবালককে টাকা ধার দেয় আইনানুসারে সে সমস্ত টাকাই Cancel হতে পারে।

ইণ্টার। (১ম উকিলের প্রতি) মহাশয় আপনি কি রকম করিয়া রামকৃষ্ণের Sideএ হয়ে বলেছিলেন উহার সমস্ত টাকা পাওয়া উচিত। দ্বিতীয় উকিল মহাশয় Lawful কথা বলচেন।

১ উকিল। Very good আপনি মহাজনের যে Witness তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।

ইণ্টার। (মন্মথের প্রতি) মন্মথ তুমি কি বলিতে চাহ? ধর্ম্মপক্ষে থাকিয়া সকল বিষয় সত্য কহিবে মিথ্যা বলিলে আইনানুসারে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

মন্মথ। Well my lord hear me please হেধর্ম্মাবতার অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুনুন:—মহাজন মহাশয় নরেন্দ্র কে নাবালক অবস্থাতেই টাকা ধার দিয়াছিলেন; আমি স্বয়ং তাঁহাকে মহাজন মহাশয়ের নিকট হইতে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা আনিয়া দিয়াছিলাম; ঐ সমস্ত টাকা মহাজন মহাশয় আজ পর্য্যন্ত পান নাই, ইহা সুদে বাড়িয়া দ্বিগুন হইয়াছে এক্ষণে আপনাদিগের বিচারে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করিবেন।

ইণ্টার। (মহাজনের প্রতি) মহাজন মহাশয় আপনি ইহাতে কিছু বলিতে চান।

মহাজন। আজ্ঞা না, ইহাতে আমার আর কিছু বলিবার

নাই; মন্মথবাবু যে সমস্ত কথা বলিলেন, ঐ সমস্ত কথা আমারও বলিবার ছিল, এক্ষণে সমস্ত বিষয়ই শুনিলেন, ন্যায় অন্যায় বিচার করুন।

ইণ্টার। (সারদা বাবুর প্রতি) সারদাবাবু আপনি আপনার পুত্রের হইয়া কিছু বলিতে চান?

সারদা। আমি আমার পুত্রের হইয়া এই বলিতে চাহি যে মন্মথ বলিতেছে যে নরেন্দ্র শাবালক অবস্থায় টাকা লইয়াছিল, কিন্তু এই আদালতে আমার পুরোহিত মহাশয় নরেনের ঠিকুজি কুষ্টি লইয়া দণ্ডায়মান আছেন, আপনারা ইহা খুলিয়া দেখুন, নরেন এক্ষণে শাবালক কি নাবালক, এক্ষণে উহার বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর মাত্র। আর দেখুন, আমি কতবার ঐ মহাজনকে নরেনকে টাকা দিতে বারণ করিয়া পাঠাইতাম, তথাপিও উনি আমাদিগের কথা শুনেন নাই; আপনারা বরং আমার পরিচারক শিবনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। তাহা হইলে যথার্থ প্রমাণ হইবে।

ইণ্টার। (শিবনাথের প্রতি) শিবনাথ তুমি তোমার মনিবের পুত্রের হইয়া কি বলিতে চাহ; শীঘ্র করিয়া বল।

শিবনাথ। এঁ্যা! এঁ্যা! কি বলচ্যান, একটু চেচায়ে বলুন কানে খাট আছি। তা বলে মনে কর্‌বান্ না যে আমি কালা।

ইণ্টার। (সকলের প্রতি) Is it true that he is deaf? একি যথার্থ কালা?

সকলে। আজ্ঞা হ্যাঁ, কানে কিছু কম্ শোনে।

ইণ্টার। (শিবনাথের প্রতি উচ্চৈঃস্বরে) শিবনাথ তুমি তোমার মনিবের পুত্রের হ'য়ে কিছু বলতে চাও? শীঘ্র করিয়া বল।

শিবনাথ। আজ্ঞা আমার মনিবতো প্রায় হাজার হাজার বার মুয়ের হাতে পত্র লিখিয়া দিয়া মহাজন মুসাইকে বারণ করে পাঠাতেন, তথাপিও উনি আমার কর্ত্তা মুশায়ের কথা গ্রাহ্য করেন নাই। মুশাই বলবোকি একদিন তেড়ে মারতে এসেছিলেন।

ইণ্টার। আচ্ছা তুমি চুপ মার। (পুরোহিতের প্রতি) ও গো পুরোহিত মহাশয় আপনি নরেন্দ্রের ঠিকজ্জি কুষ্টি অনুসারে ও আপনি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলুন আপনি কি জানেন।

পুরোহিত। এই দেখুন (ঠিকজ্জি দেওন) এখনও বিশ বৎসরে পা দেয়নি। আর আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে আমার এই পৈতা ছুয়িয়া বলিতেছি যে নরেন্দ্র বাবুর এ সমস্ত কুকর্ম্মের বনিয়াদ ঐ ব্যক্তি যাহার নাম মন্মথ, উনি ঐ ২৫০৲ আড়াই শত টাকার মধ্যে ৫০, পঞ্চাশ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন।

ইণ্টার। (নরেন্দ্রে প্রতি) আচ্ছা নরেন্দ্র বাবু আপনি ঐ আড়াই শত টাকার মধ্যে কত টাকা পেয়েছিলেন?

নরেন্দ্র। আমি ঐ আড়াই শত টাকার মধ্যে দুই শত টাকা পাইয়াছিলাম।

ইণ্টার। (মন্মথ ও মহাজনের প্রতি) আচ্ছা মন্মথ ও রামকৃষ্ণ-

বাবু, নরেন্দ্রের Side এর লোকেরা যে সমস্ত কথা বলিল ইহা কি সত্য ?

উভয়ে। আজ্ঞা উঁহারা যে সমস্ত কহিলেন সকলি সত্য।

ইন্টার। আমরা এক্ষণে আর কাহারও কথা শুনিতে চাহিনা। (১ম উকিলের প্রতি) আপনি কি করিয়া রাম-কৃষ্ণের Favour এ কথা কহিতে ছিলেন। এক্ষণে জজ্‌সাহেব সমস্ত শুনিলেন; উনি কি বলেন সকলে শুনুন। (জমাদারের প্রতি) এ জমাদার তোম সব আদমিকো চুপ রাখোনা।

জমাদার। যোহুকুম খোদাবন্দ। (সকলের প্রতি) এ বকাবকি মত কেরো। চুপ রয়নে নেই থাকে তো বাহারমে যাও।

জজ্। এক্ষণে আপনারা সকলে শুনুন—আইনানুসারে মহাজন মহাশয় একটি পয়সাও পাবেন না; কারণ তিনি কি অগ্রে জান্‌তেন্ না যে নাবালককে টাকা ধার দিলে সে সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। আর ঐ ব্যক্তি যাহার নাম মন্মথনাথ দত্ত উনি নরেন্দ্র বাবুকে শাবালক বলিয়া মিথ্যা কথা হলপ আর ৫০, পঞ্চাশ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া দ্বিগুন শাস্তি ভোগ করিবেন। উঁহাকে সেই পঞ্চাশ টাকা প্রত্যর্পণ ও তিন মাস Criminal gail এ থাকৃতে হইবে। আর সংবাদ পত্রে এই বলিয়া ছাপাইয়া দিবে যে অদ্য হইতে যদি কোন মহাজন নাবালককে না বুঝিয়া টাকা ধার দেয় তাহা হইলে

তিনি টাকা পাইবার পরিবর্ত্তে আইনানুসারে দণ্ড ভোগ করিবেন। আমি আর কিছু বলিতে চাহিনা, এক্ষণে তোমরা আমার কথানুযায়ীক কর্ম্ম কর।

ইন্টার। (মন্মথের প্রতি) মন্মথ বাবু শুন্‌লেনতো এক্ষণে টাকা দিলেও জেল খাটিতে হইবে।

মন্মথ। আজ্ঞা আর কি করিব বলুন, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল মশা মার্‌তে গালে চড়'।

ইন্টার। (জমাদারের প্রতি) এ জমাদার, এ আসামীকো বহুত সামুজকে জেল খানামে লে যাও।

জমাদার। বহুত আচ্ছা। (মন্মথের প্রতি) আও আও কেয়া দেখতা।

(জমাদারের সহিত মন্মথের জেলে গমন ও মহাজন ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মহাজন। (অন্যপার্শ্বে স্বগতঃ) বাবা হদ্দ নাকাল, হাড়িড় হাল। কেন জেনেশুনে ডান্ হাতে ক'রে গু খেয়ে ছিলুম। অধর্ম্মের পথে গেলে কখনই জয় লাভ হয় না। হা অদৃষ্ট, হায় হায় এতোগুণো টাকা দরীয়ায় গেল। যা হবার তা হয়ে গেছে, আর হবে না। নেড়া একবার বেল তলায় যায় দুবার যায় না। এই নাকে কাণে খত। এমনি জুচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম যে একটা খুব আক্কেল সেলামি দিয়েছি। আর যদি কোন বেটাকে এক পয়সা দি তা হ'লে আমি নচ্ছার আর আমার চোদ্দপুরুষ নচ্ছারের বোঝাবয়। বাবা এখন ঘরেগিয়ে জলটল

খেয়ে বাচিগে, চৌপোর দিনটে দাড়িয়ে দাড়িয়ে গলা শুকিয়েগেছে। ঐ বিশ্বাসঘাতক কপট, মন্মথ ব্যাটকে যে জেলে দিয়েছে তা ঠিকই করেছে। ব্যাটাইতো এই সব কর্‌লে।

নেপথ্যে। কোন হায় তোম। আবি নিকাল যাও।

মহাজন। বাবা পালাই পালাই, আর দাড়িয়ে কাজ নেই একে গলা স্থকিয়ে রয়েছে শেষকালে হয়ত দম আট্‌কে যাবে। (প্রস্থান)

পঠ পরিবর্ত্তন।

জেলখানা।

(মন্মথ বাবু মৌনভাবে উপবিষ্ট ও তৎসম্মুখে দুইজন প্রহরী দণ্ডায়মান।)

মন্মথ। (স্বগত) হায় কেন আমি পরের সর্ব্বনাশে গিয়াছিলাম। আমার এ পাপের পায়শ্চিত্ত নাই। নরেন্দ্র বাবু যেমন আমায় বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া জানিতেন, আমি তেমনি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কার্য্য করিলাম। ও হো! পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলেআপনাকে সেই ফাঁদে অগ্রে পড়িতে হয়। যেমন নরেন্দ্রকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টায় গিয়াছিলাম আমি অগ্রে সেই ফাঁদে

পড়িলাম। হা জগন্মতা বসুন্ধরে তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার কোলে আশ্রয় লই। এ মূঢ় সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করিও না। হে পিতঃ, হে মাতঃ আপনারা সকলে আসিয়া দেখুন আপনাদের সন্তানের কি হইয়াছে। আমার আর বাক্য সরেনা। এক্ষণে কার সাধ্য আছে যে এ পাষণ্ডদের হাত হইতে আমায় উদ্ধার করে। ভগবানের ইচ্ছায় যা আছে তাই হবে। এখন তিন মাস কাল এই খানে নিশ্চিন্তে থাকি। অদ্য হইতে আমার মান্ সম্ভ্রম সকলই বিসর্জ্জন দিলাম।

ম প্রহরী। এ বাবু তোম ফিন্ যদি বক্ বক্ করেগা তো তোম্‌কো পচাশ বেত মারেগা।

য় প্রহরী। এ ভাই ইস্‌কো আচ্ছা কর্‌কে বেত লাগাও, এ আদ্‌মি বেড়ী বদ্‌মাস।

ন্মথ। প্রহরীগণ তোমরা আমার মস্তক কুটার দ্বারা চূর্ণ কর আমি অচিরাৎ সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ হই।

(মন্মথের উপর প্রহরী দিগের বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত)

মন্মথ। উঃ কি অসহ্য যন্ত্রনা, আর সহ্য হয় না। কোথায় লুকাব, লুকাবারও স্থান নাই। এ পৃথিবীতে এরূপ শাস্তি ভোগ করিতেছি, নাজানি ঈশ্বরের কাছে কিরূপ দণ্ডনীয় হইতে হইবে। হায়রে কপাল, এতদিনে কর্‌লি আমার হাড়ির হাল। বাবা কেন জেনে শুনে এরকম দালালি খেতে গেছলুম।

পট ক্ষেপন।

একাদশ দৃশ্য।

(সারদা বাবুর বৈটকখানা বাটী।
সারদা, অমৃত, শরৎ বাবু, পুরো-
হিত এবং নরেন্দ্র আসীন
ও তৎসম্মুখে শিবনাথ
দণ্ডায়মান)

সারদা। বুঝেচেন মহাশয়রা মহাজন ব্যাটা আর ঐ মন্মথ কোটনা ব্যাটা বড়ই জব্দ হয়েছে। তখন মহাজন ব্যাটা না বুঝে সুঝে খুব গরম গরম টাকা ঢেলেছিল এখন পস্তাতে হ'ল। যা হ'ক ওরাও পস্তাল এখন এ হতচ্ছাড়া ব্যাটা বোধ হয় এখনও জব্দ হয় নি।

অমৃত। সারদা বাবু আর ভাবনা কচ্চেন কেন? নরেণ হাড়ে হাড়ে জব্দ হয়েছে।

শরৎ। মহাশয়, আমিতো পূর্ব্বেই বলে ছিলাম সে একবার না চেত্‌লে টের পাবেনা। (নরেণের প্রতি) কিহে বাবাজি দিন কতক যে খুব উড়েছিলে কোথায় সে মন্মথ ইয়ার, যার সঙ্গে খুব Friendship পাতান হয়েছিল। এখন কি মতি গতি ফিরেচে? চুপ মেরে রহিলে যে, আমার কথার উত্তর দাও?

সরদা। কিরে, ছোড়া, আবাগের বেটা ভূত; Sptuid father বলিছিলি না, তা দেখলিতো আমাদের কতদূ

Stupidity এখন মেজাজ ঠাণ্ডা কর্; সদাই সৎপথে থাক্। তোর কিসের ভাবনা যে লক্ষ্মীছাড়ামি ক'রে বেড়াচ্ছিলি।

পুরোহিত। কৈ গো বোস্‌জা মহাশয় কৈ কবে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন। সে যা হ'ক আমার পরিশ্রম এত দিনে সফল হ'ল। (শিবনাথের প্রতি উচ্চৈঃ-স্বরে) ওরে শিবে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কি শুনচিস। এবার তোর বৌয়ের হেসো হার হবে। এখন এক ছিলাম তামাক নিয়ায় দেখি।

শিবনাথ। (স্বগতঃ) আমাদের ভটচায্যি মুশায়ের কেবল লুচি তামুক আর পাব্বুনির খোঁজ টুকু আছে। বামুন জাতেরই কেমন অল্পে পেট ভরে না। বাবা এখানে দাঁড়ায়ে কাজ নেই। দাড়ায়ে থাকিলে কেবল ফর্‌মাজ শুনিতে হইবে।

পুরোহিত। (স্বগত) ব্যাটা সেই অবধি তামাক আন্‌তে গেছে। যাগ্‌গে ও কালা বেটাকে আর ডেকে কাজ নাই। (সারদার প্রতি প্রকাশ্যে) সারদা বাবু আর চিন্তা কর্‌বেন না, আমার আশীর্ব্বাদে নরেণ বাবুর মতি গতি আজ থেকে ফির্‌লো। এখন আমি উঠি, অনেক দূর যেতে হবে, তবে বসুন মহাশয়রা।

(পুরোহিতের প্রস্থান)

নরেন্দ্র। পিতঃ আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি না বুঝিয়া সুঝিয়া এরূপ কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম। আমি

জন সমাজে যার পর নাই অপদস্থ হইয়াছি। এ
জীবনে এরূপ কার্য্য আর করিবনা।

ঝির প্রবেশ।

ঝি। ওগো কর্ত্তা মুশাই, বেলা অনেক হ'ল, স্নান টান করুণগে
ভাত জুড়িয়ে যাচ্চে।

সারদা। আচ্ছা তুই যা আমি যাচ্চি।

অমৃত। মহাশয়! তবে আসি।

সরদা। আজ্ঞা আসুন; আপনাদের দশজনের আশীর্ব্বাদে
ছেলেটা যে ভাল হ'ল, তাতে মন যে কিরূপ প্রফুল্লিত
হচ্চে তা আমি এক মুখে বলতে পারিনা, অমৃত ভায়
মাজে মাজে একবার কোরে পায়ের ধুলো দিয়ে যেও

শরৎ। বেই মহাশয়, জামায়ের জিত হ'ল সে কেবল আপনার
পূন্যফলে। এখন তবে বসুন আসা যাক্। (অমৃত
বাবুর প্রতি) চলুন অমৃত বাবু।

(অমৃত ও শরৎ বাবুর প্রস্থান)

সারদা। (নরেণের প্রতি) চল বাটীর ভিতর যাই।

(সারদা ও নরেন্দ্র বাবুর অন্দরমহলে প্রস্থান)

দ্বাদশ দৃশ্য।

(কুশমের গৃহ। নরেন্দ্র ও
কুশমকামিনী আসীন।)

নরেন্দ্র। প্রিয়ে. আমি তোমার নিকট শত শত অপরাধ

করিয়াছি তজ্জন্য আমায় মাপ কর।

কুশম। প্রাণনাথ, আপনি অপরাধ করেন নাই, আমিই ক'রেছিলাম তা না হ'লে আপনি কেন আমায় এত দিন ভূলে থাকবেন।

নরেন্দ্র। যা হবার তা হয়ে গেছে, এমন কাজ আর হবেনা। প্রিয়ে বহুদিন হইল তোমার কোকিল কণ্ঠ বিনিন্দিত সুললিত গান শুনি নাই এক্ষণে একটী গান গাও

কুশম। তবে শুনুন; (গীত আরম্ভ)

গীত।

"সুখে আছতো এখন।
সতত আমারি লাগি হতে জ্বালাতন ॥
এস নাথ কাছে বস, বসিতে কি আছে দোষ
তুমি যারে ভালবাস সে বাসে কেমন ॥
দুরন্ত বসন্ত কালে, নাথ হে কেমন ছিলে,
কোকিলে কুহু ডাকিলে কি করিত মন ॥"

চিরকালের জন্য দাসীকে মনে রাখ্‌বেন।

নরেন্দ্র। কিছু ভাবতে হবেনা; যখন মধু বর্ষাতে আরম্ভ হয়েছে তখন একেবারেই বর্ষেচে। (নেপথ্যে গিন্নি ডাকিতেছেন) 'ও গো বউমা শুনে যাও'।

কুশম। ঐ মা ডাক্‌চেন্ আমি এখন যাই।

(প্রস্থান)

নরেন্দ্র। (স্বগত) আমি কি কুলাঙ্গার, কি পাষণ্ড; আমি এরূপ সুন্দরী কামিনীর কত মনকষ্ট দিয়াছি। কেন

পরের বুদ্ধিতে গিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে কষ্ট দিয়া দিয়াছিলাম। এ পৃথিবীতে যেন আমার মত লোক জন্মগ্রহণ না করে। আর যেন কেহ কপটদিগের কপটতা জালে পড়িয়া আমার ন্যায় Handnote না কাটে। যদি কেহ জ্ঞান শিক্ষা করিতে চাহেন তাহা আমাতেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। অসৎ বন্ধু অপেক্ষা বন্ধু না থাকা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। আমি কামপরবশ হইয়া অগ্রে পিতামাতার ও গুরুজন দিগের বাক্য গ্রাহ্য করি নাই বলিয়াই জনসমাজে ও নিজ জ্ঞাতিবর্গের নিকট কিরূপ অপদস্থ হইলাম, লোকে পরের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি জ্ঞানলাভ করে না? এক্ষণে সকলে আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাবধান হউন। আমি এরূপ সম্ভ্রান্তবংশের পুত্র হইয়া কেন এরূপ কার্য্য করিলাম। লোকের যখন মতিচ্ছন্ন ধরে তখন তিনি স্ব ইচ্ছায় এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। আমায় ধিক্, শত ধিক, এক্ষণে আমি আমার বংশের কণ্টক স্বরূপ। অতি কদর্য্য কার্য্য। অতি ঘৃণিত কার্য্য। আর এরূপ কার্য্য হবে না, কখনই হবে না।

যবনিকা পতন।

মেঘেতে-বিজলী

বা

হরিশ্চন্দ্র ।

(নাট্যরাসক ।)

" সত্যোনার্কঃ প্রতপতি, সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী ।
সত্যমুক্তং পরোধর্ম্মঃ, স্বর্গ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ "

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

" ন ধর্ম্ম কালঃ পুরুষস্ত নিশ্চিতো ।
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে ॥
সদাহি ধর্ম্মস্ত ক্রিয়ৈব শোভনা ।
যদা নরো মৃত্যু মুখেঽভি বর্ত্ততে ॥ "

শান্তি পর্ব্ব ।

শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত
ও
প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—কর প্রেসে,
শ্রীঅধরনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

উৎসর্গপত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মিত্র

পিতাঠাকুর মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু।

পিতঃ!

হয় ত মনে থাকিতে পারে, একদিন এ সংসারের ঘাত প্রতিঘাত উল্লেখ করিয়া, হরিশ্চন্দ্রকে তাহার উপমা স্থল করেন; সেই হইতেই আমার বিশেষ উদ্যমের ফল হরিশ্চন্দ্র আজি সমাপ্ত হইল।

বিপদে সম্পদে, বাল্যে বৃদ্ধে, কে এমন জগতে সুহৃদ? কাহার দৃষ্টি এমন স্নেহময়, যে এই অঙ্গহীন অবয়বটীকেও অঙ্গশোভায় দেখিবে; স্বার্থহীন হৃদয়ের ভালবাসা কাহার নিকট আর সহানুভুতি পাইবে।

এ জগতে আকাঙ্ক্ষা ত বহুবিধ পিতঃ! কিন্তু আজি কেন এ হৃদয় সে আকাঙ্ক্ষা ধূলীবৎ ফেলিয়া ওই স্নেহময় হৃদয়ের একটু আনন্দ প্রার্থনা করিল। এমন কে জগতে, যে আমার হরিশ্চন্দ্রকে, আমার স্নেহের হরিশ্চন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করে।

আজি যেন জগতের বিশেষ দিন! এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আপনার নাম লইয়া পবিত্র করিতে আনন্দ যেন হৃদয়কে উদ্বেলিত করিল। বাসনা যেন, এইরূপ চিরদিন যায়, বাসনা যেন, এইএরূপ আপনার চক্ষে হরিশ্চন্দ্র চিরদিন কাটাইয়া যায়।

চিরানুগত

শ্রীরাধানাথ মিত্র।

সূচনা।

———o———

(অবিদ্যাগণ শূন্য পথ দিয়া গমন করিতে করিতে)

গীত।

ভূপালী—একতালা।

ঋষি বিশ্বামিত্র কপট আচারী,
সাধিতে সাধনা নাশে নর নারী ;
আমরা অবিদ্যা বুঝিতে না পারি,
পড়িয়া ছিলাম কুহকে তা'র।
বাঁধিয়া সে জন বিষম বন্ধনে,
দিয়াছে সবারে দুঃখ অকারণে,
হবে যে মুকতি নাহি ছিল মনে ;
কি ভয় এখন তাহারে আর।
পরম সংযত মহা মহামতি,
রাজা হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যা-ভূপতি,
বিতরি করুণা আমাদের প্রতি ;
নাশিলেন সব সন্তাপ ভার।
না জানি তাঁহার কি গতি হইল,
হেরি সব মুনি কোপেতে জ্বলিল ;
সুমতি নরেশে কত কি কহিল,
কে করে হেন পর উপকার।

———

নাট্যরাসোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

হরিশ্চন্দ্র	অযোধ্যাধিপতি।
রোহিতাশ্ব	হরিশ্চন্দ্রের পুত্র।
বিশ্বামিত্র	মহর্ষি।

ইন্দ্র, ধর্ম্ম, দেবগণ, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

শৈব্যা	অযোধ্যারাজমহিষী
দামিনী, যামিনী, নলিনী	শৈব্যার সখীত্রয়।

অপ্সরীগণ ইত্যাদি।
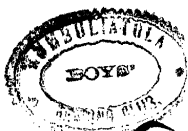
মেঘেতে-বিজলী।

বা

হরিশ্চন্দ্র ।

(নাট্য-রাসক।)

প্রথম অঙ্ক ।

কোশল রাজধানী—রাজভবনান্তর্গত নৃপতির শয়নাগার।

গীত ।

কেদারা—ডিমেতেতালা।

শৈব্যা।

কেন হেন মন মম কেঁদে কেঁদে উঠিছে।
আশে পাশে ঘুম আসে, আর নাহি আসিছে।
নিশি, শশী, তারা রাশী, ভববাসী অভিলাষী;
এ পরাণে নাহি হাসি, তাহে তনু দহিছে।

রাহু বাহু প্রসারিয়ে, চাঁদে ছাঁদে দেখা দিয়ে,
মুখে যেন গরাসিয়ে, লয়ে দেখি যাইছে।
শুয়ে থাকি মুদে আঁখি, সুখী দুঃখী সবে সুখী ;
তবে একি আমি দেখি, একি ভাব হইছে।

আঁা! কই রাহু কোথা! চন্দ্রই বা কোথা! তবে একি স্বপ্ন ; কেন আজ এমন দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লাম।

(সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

সখীগণ।

প্রিয় সখি, একি দেখি, কেন আঁখি ঝরিছে।
হেরি হেন প্রাণ মন ব্যথা যে লো পাইছে।
তুমি ধনি রাজরাণী, কমলিনী মুখ খানি ;
বল শুনি নাহি জানি কেন শ্বাস বহিছে।

শৈব্যা। সখি! সহসা সপ্ন দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে ; দেখ্‌লাম যেন রাহু চাঁদ কে গ্রাস করলে ; আমার সমস্ত শরীর অবশ হচ্চে, মহারাজ অনেক দিন হ'ল মৃগয়ায় গেছেন, তিনি আজও ত ফিরে এলেন না——

যামিনী। স্বজনি! মাধবীলতা তরুরাজ সহকারের সঙ্গেই মিলিত থাকে, কখন পৃথক্ হয়না ; তোমায় রেখে মহারাজের মৃগয়ায় যাওয়া ভাল হয় নাই।

শৈব্যা। সখি! উপহাস ত্যাগ কর, আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হচ্ছে; তোমাদের কথা আমার ভাল লাগ্‌ছে না।

দামিনী। সই! তুমি যে ভাই স্বপ্ন দেখে একবারে উতলা হয়ে পড়লে, স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? চক্ষের জল মুছে ফেল; সুস্থ হও।

গীত।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

শৈব্যা। সখি সুখী নহে মন।

অকারণ অলক্ষণ কেন হেরিনু স্বপন।

প্রাণেশে নাহেরে ঘরে, যে করে প্রাণ ভিতরে;

বলিকারে প্রাণ ধরে, হায়রে সে বিবরণ।

নলিনী। ওকি মহিষি! তোমায় এত করে আমরা বল্‌লুম, তবু কাঁদচ!

শৈব্যা। আমার মন আর বাধা মান্‌ছে না; সদা যত অমঙ্গল চিন্তাই আমার মনে উঠ্‌ছে।

গীত।

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

সখীগণ।

এখনি স্বজনি, গুণমণি আসিবে।

মধুভাষে পতিপাশে হেসে নিশি যাপিবে।

মলিন চারু-বদন, অকারণ ক্ষুণ্ণ মন ;
জীবন-রঞ্জন-ধন, সখি তুমি পাইবে।

(নেপথ্যে তুরীধ্বনি।)

যামিনী। সখি! রাজা নগরে এসেছেন ; তাই তুরীধ্বনি হ'ল ; (নেপথ্যে দৃষ্টি পূর্ব্বক) এই যে, তিনি এই দিকেই আস্‌ছেন ; (অপর সখীদ্বয়ের হস্তধারণানন্তর) আয় বোন, আমরা যাই, প্রিয়সখী প্রাণনাথ লয়ে বিহার করুক।

(সখীগণের প্রস্থান ; দীনবেশে
হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।)

শৈব্যা। নাথ! একি? আজ তোমার এরূপ মলিন বেশ দেখ্‌ছি কেন? তোমার ত কখন এমন ভাব দেখি নাই ; প্রাণবল্লভ! সত্য বলুন, কেন তোমাকে এরূপ দেখ্‌ছি।

হরিশ্চন্দ্র। প্রিয়ে! তোমার নিকট গোপন রাখ্‌ব, জগতে এমন কি আছে ; হায়! সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে, বিশ্বামিত্রের কুহকে প'ড়ে আমার রাজ্য, ধন ও বন্ধুবর্গ সকল সুখই রহিত হয়েছে ; এখন কেবল তুমি ও রোহিতাশ্ব ভিন্ন ভুবনে আমার কেহই নাই! মুনির আদেশে তোমাদের সহিত আমাকে এ রাজ্য ত্যাগ করে অপর স্থানে বাস করতে হ'বে।

গীত।

ভীম পলাশ্রী—আড়াঠেকা।

কপালে আমার বিধি একি বিধি লিখে ছিলে!
ধন মান দিয়ে দান কেন পুনঃ হরে নিলে।
তব লীলা লীলাময়, জীবেতে মিলায়ে রয়;
শুভাশুভ ফলদ্বয়, অনুক্ষণ তাহে মিলে।
তুমি অগতির গতি, অখিল ভুবন পতি,
কি করিলে মোর প্রতি, চির দুঃখে ভাসাইলে।
অথবা যে যার দোষে, পড়ে বিভু তব রোষে;
কেবা সবে পরিতোষে, দীনেশ হে না দেখিলে।

গীত।

কাফিসিন্ধু—মধ্যমান।

শৈব্যা।

তাই প্রাণ প্রাণধন অনুক্ষণ ভেবেছে।
থাকি থাকি ডান আঁখি অভাগীর নেচেছে।
যায় যাক রাজ্য ধন, নাহি তাহে প্রয়োজন;
মিলে এ সুত রতন, সব সাধ মিটেছে।
কিবা কাজ এ ভবনে, প্রাণধনে লয়ে সনে,
চল যাই ঘোর বনে, এই মন হতেছে।

হরিশ্চন্দ্র। প্রিয়ে! তুমি একান্তই পতিপ্রাণা;

আমার কথা শুনেই সমস্ত ত্যাগ করে যাইতে উদ্যোগী হ'লে, কিন্তু পথে যে কত কষ্ট সহ্য করতে হ'বে তাহা তুমি জান না।

শৈব্যা। প্রাণেশ্বর! স্ত্রীলোকের পতিই সহায়, পতি কাছে থাকলে আবার দুঃখ কি? পথে যেতে যেতে তোমার শ্রীচরণ ও বৎস রোহিতাশ্বকে দেখলেই আমার সমস্ত শ্রম লাঘব হবে! তার জন্য আর ভাবনা কি?

(শয্যা হইতে রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক)

হৃদয়েশ্বর! বিশ্বামিত্র সহজ লোক নহেন, এখানে থাকবার আর প্রয়োজন নাই; এই দণ্ডেই চলুন আমরা স্থানান্তরে যাই।

হরিশ্চন্দ্র। প্রিয়ে! একান্তই যদি যাইতে ইচ্ছা কর, চল, তবে এই নিশাতেই আমরা লোকালয় ত্যাগ করিয়া যাই।

গীত।

ছায়ানট জংলা—একতালা।

ওরে বাপ ধন, না জানি কখন,
হবে যে এমন, কি হ'ল কি হ'ল হায়।
আঁখি নীর ঝরে, হৃদয় বিদরে;
তোরে প্রাণ ধরে, লয়ে যাইব কোথায়।

দুধের কারণ, কাঁদিবি যখন,
কি দিয়ে তখন, যাদু ভুলাব তোমায়।

(গীত গাইতে গাইতে হরিশ্চন্দ্রের প্রস্থান;
পশ্চাৎ পশ্চাৎ রোহিতাশ্ব-অঙ্কে
শৈব্যার প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

কাশী—মণিকর্ণিকার ঘাট।

[বৃক্ষমূলে রোহিতাশ্ব অঙ্কে শৈব্যা উপবিষ্টা; পার্শ্বে
হরিশ্চন্দ্র উপবিষ্ট।]

গীত।

সুরট মোল্লার—আড়াঠেকা।

হরিশ্চন্দ্র।

বিধি যদি হ'ল বাদী, কেন হৃদি নিরবধি,
ডাকে তাঁরে বারে বারে।
রাজ্য ধন বন্ধুজন, গেল সব অকারণ;
তবু প্রাণ গেলনারে।

মুনি সাঁপে সব সঁপে, অনুতাপে প্রাণ কাঁপে ;
এ দুঃখ কহিব কারে !
আমি অতি হীন মতি, ভবপতি মোর প্রতি,
তাই বুঝি দেখে না রে।

শৈব্যা। প্রাণেশ্বর! বিলাপের প্রয়োজন কি?—দৈব ঘটনায় যে বিপদ ঘটেছে, তা আর ভাব্‌লে কি হ'বে?—তুমি যতই চিন্তা কর্‌বে, ততই তোমার মন ব্যাকুল হ'বে!—স্থির হও!

রোহিতাশ্ব। মা! আমরা কোথায়?—বাবা কেন কাঁদ্‌ছে?—তুমিও এমন কচ্ছ কেন?—আমার ক্ষিদে পেয়েছে,—মাই দাও।

হরিশ্চন্দ্র। বাবা রোহিতাশ্ব! বাপ আমার! উঃ কি যাতনা, এ দুগ্ধপোষ্য বালক ও স্ত্রীকে লয়ে কোথায় যাই! হায়! হায়! বিধাতা তোমার মনে এই ছিল! হৃদয় বিদীর্ণ হও, পুত্র ও পত্নীর এদুঃখ আর দেখা যায় না! কি করি, কোথায় যাই!

(ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

গীত।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

শৈব্যা। [হরিশ্চন্দ্রের গাত্রে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক]

উঠ উঠ প্রাণনাথ অভাগী-জীবন-ধন।
দুরু দুরু করে হিয়া কর আঁখি উন্মীলন।

হেরি তোমা ধরাসনে, বহে বারি দুনয়নে ;
বারেক হে সম্ভাষণে, জুড়াও তাপিত মন।
একাকিনী বিদেশেতে, আমি নারী সুতসাথে,
বসে আছি এই পথে, কর নাথ দরশন।

রোহিতাশ্ব। মা! বাবা অমন করে রহেছে কেন? বাবা! উঠ; মা কাঁদ্‌ছে।

হরিশ্চন্দ্র। অ্যাঁ! একি?—আমি কোথায়?—রেপ্রাণ, তুই এখন আমার দেহে আছিস্‌? হায়, আমার কপালে এই ছিল। [উপবেশনান্তর] বাবা রোহিতাশ্ব! এস আমার কোলে এস; আমি তোমায় কোলে করে [illegible] জ্বালা নিবারণ করি। [তথা করণ ও নেপথ্যে দৃষ্টি পূর্ব্বক] এই যে মহর্ষি বিশ্বামিত্র আসছেন, না জানি অদৃষ্টে আজ কি ঘটে! মুনিবরকে দেখেইত আমার গা কেঁপে উঠেছে।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ; পুত্র ও পত্নী সহ হরিশ্চন্দ্রের
বিশ্বামিত্র চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।)

বিশ্বামিত্র। মঙ্গল হ'ক! ঈশ্বর তোমাদের ধর্ম্মে মতি রাখুন। পরে, তুমি আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা দাও, তুমি যে মাস অঙ্গীকার করিয়াছিলে, সে মাস পূর্ণ হইয়াছে; আমার প্রাপ্য দক্ষিণা দাও।

হরিশ্চন্দ্র। ভগবন্‌! সমস্ত রাজ্য আপনাকে দান

করিয়াছি; এক্ষণে কেবল এই তিনটী দেহ অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে যাহাকে গ্রহণ করিলে আপনার কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহাকেই গ্রহণ করুন; অথবা আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে অনুমতি হউক।

বিশ্বামিত্র। আমাকে যজ্ঞ দক্ষিণা দিতে হইবে; ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত হইয়া না দিলে, বিনষ্ট হইতে হয়। প্রতিশ্রুত হইয়া দান, বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে রক্ষা ও শত্রুর সহিত যুদ্ধ, এই সমুদায় রাজধর্ম্ম; ইহা তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছ। আমাকে দক্ষিণা দান কর, নতুবা এই দণ্ডেই ভস্মীভূত করিব।

হরিশ্চন্দ্র। মহাভাগ! অদ্য সেই মাস পূর্ণ হইল, এখন ও দিবার অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট; ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

বিশ্বামিত্র। আচ্ছা! আমি পুনরায় আসিব, কিন্তু সে সময় বঞ্চিত হইলে তোমাকে অভিসম্পাত দিব।

(বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।)

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] হায়! অমি প্রতিশ্রুত দক্ষিণা ইঁহাকে কি রূপে দিই। এখন আমার সেই বন্ধুগণ কোথায়, সে ধনই বা কোথায়? [প্রকাশ্যে] আমার দান গ্রহণ শাস্ত্র নিষিদ্ধ, অতএব কি রূপে তাহা যাচ্ঞা করি! আমি অকিঞ্চন,——আমি কি প্রাণ ত্যাগ করিব?— স্বীকৃত. বস্তু দান করিতে অক্ষম হইয়া যদি পরলোকে গমন

করি, তাহা হইলে ব্রহ্মস্ব অপহরণ হেতু মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। অথবা দাসত্ব স্বীকার করি; আত্মদেহ বিক্রয় করাই শ্রেয়ঃ।

(অবনত বদনে চিন্তা করণ।)

শৈব্যা। মহারাজ! চিন্তা ত্যাগ করে সত্যপালন করুন; জগতে সত্য পালন করাই সার ধর্ম্ম; যে ব্যক্তি সত্য পালন না করে, লোকে তাহাকে ঘৃণা করে; যে ব্যক্তি সাতবার অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ করেছে, সেও একবার মিথ্যা কথা কহিলে স্বর্গ ভ্রষ্ট হয়। নাথ! আমার পুত্র হইয়াছে;——

(মৌনাবলম্বন।)

হরিশ্চন্দ্র। প্রিয়ে! আশঙ্কা কি, রোহিতাশ্বত তোমার নিকটেই আছে! মধু-ভাষিণি, তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

শৈব্যা। হৃদয়েশ্বর! আমার সন্তান জন্মিয়াছে, সাধুরা পুত্রের জন্যই বিবাহ করেন; অতএব তুমি আমাকে বিক্রয় করিয়া যজ্ঞ দক্ষিণা দাও।

হরিশ্চন্দ্র। চারু-হাসিনি! তোমার মুখে এ নিদারুণ কথা শুনে, আমার অত্যন্ত দুঃখ হ'ল, এ পাপ হৃদয় তোমার কি মধুর আলাপ বিস্মৃত হয়েছে? তুমি কি প্রকারে এ কথা মুখে আন্‌লে? একথা মুখে উচ্চারণ

করাও ক্লেশ কর, আমি কেমন করে এমন কার্য্য কর্‌বো ?
হায়! আমাকেও ধিক্।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

গীত।

ভৈরবী জংলা—পোস্তা।

শৈব্যা।

নিদারুণ শাঁপ হেন কে দিল নাথ তোমারে।
সংজ্ঞাহীন ধরাশায়ী হতেছ যে বারে বারে।
পূর্ব্বে তুমি ধন দানে, তুষিয়াছ দ্বিজগণে;
আজি দারা স্থত সনে, ভাস দুঃখ পারাবারে।
কি দোষ পাইয়া বিধি, হল তোমা প্রতিবাদী;
ধাতার অন্যায় বিধি, দেখালেন এসংসারে।
প্রজা স্থখে তুমি রত, মহা ধর্ম্ম তব ব্রত,
কাঁদ তুমি অবিরত, বিষম সন্তাপ ভারে।

রোহিতাশ্ব। বাবা, বাবা, খাবার দাও; মা, মা, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েচে।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।)

বিশ্বামিত্র। (হরিশ্চন্দ্রকে জল সেচনান্তর) মহারাজ! উঠুন, ও সেই যজ্ঞ দক্ষিণা দিন; ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির দুঃখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

(হরিশ্চন্দ্রের সংজ্ঞালাভ ও বিশ্বামিত্রকে দর্শনে মৌনাবলম্বন।)

বিশ্বামিত্র। যদি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাও, তবে যজ্ঞ দক্ষিণা প্রদান কর ; সত্যে সূর্য্য কিরণ দিতেছে, সত্যে মেদিনী রহিয়াছে ; সত্য পরম ধর্ম্ম ; সত্যেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। সহস্র অশ্বমেধ ও সত্য এই দুইটী তুলা দণ্ডে ওজন করিলে, সত্যই অপেক্ষাকৃত ভারি হয়। অথবা আমার এ বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন কি ? হরিশ্চন্দ্র ! তুমি যেমন ক্রূর ও মিথ্যাবাদী ; আমিও তদনুযায়িক তোমার সহিত ব্যবহার করিব ; শুন, যদি তুমি অদ্য আমাকে দক্ষিণা না দাও, তাহা হইলে সূর্য্য অস্তমিত কালে নিশ্চয়ই তোমাকে শাঁপ দিব।

(বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।)

হরিশ্চন্দ্র। হায় ! নির্দ্দয় ব্যক্তি ধন প্রার্থী, নিজে ধন হীন ; উপায় কি ?

শৈব্যা। হৃদয়েশ্বর ! আমার কথা শুনুন, কেন শাঁপানলে দেহ বিনষ্ট করিবেন ?

হরিশ্চন্দ্র। ভদ্রে ! আমি অতি নিষ্ঠুর ; তোমাকে বিক্রয় করব,—যদি এরূপ কথা আমার মুখ হইতে বহির্গত হয়, তা হ'লে নরঘাতকেরা যে কাজ করিতে সঙ্কুচিত হয়, আমি তাহাও করিতে সক্ষম !

শৈব্যা। নাথ ! আমার কথা রাখুন ; পরমেশ্বর

যদি কখন দিন দ্যান, তা হ'লে আবার উভয়ে দেখা সাক্ষাৎ হবে।

হরিশ্চন্দ্র। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগান্তর ঘাট হইতে পথের দিকে গমন পূর্ব্বক।)

হে নগরবাসীগণ! তোমরা শুন; আমি অতি নিষ্ঠুর,—অমানুষ,—রাক্ষস—অথবা তাহা অপেক্ষা ও পাতকী; আমি পতিপ্রাণা প্রাণপ্রিয়াকে বিক্রয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছি; তোমাদের মধ্যে যদি কাহার দাসীর আবশ্যক থাকে, এস শীঘ্র এস, যতক্ষণ আমি জীবিত থাকি——

(এক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। আমার দাসীর প্রয়োজন; ভার্য্যা সুকুমারী, গৃহকর্ম্ম করিতে অক্ষম—আমাকে দাও। তোমার পত্নীর বয়ঃক্রম, রূপ, স্বভাব ও কর্ম্মিষ্ঠতার উপযুক্ত এই ধন দিতেছি, গ্রহণ কর।

(ধন দানে উদ্যত, হরিশ্চন্দ্র মৌনাবলম্বন; তদ্দর্শনে তাঁহার বল্কল প্রান্তে দত্ত ধন দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া শৈব্যার কেশাকর্ষণ; রোহিতাশ্ব জননীকে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট দেখিয়া স্বহস্তে মাতার বস্ত্র ধারণ ও রোদন।)

শৈব্যা। প্রভু! আমাকে ছাড়ুন,—একবার ছাড়ুন, আমি বাছাকে দেখি; ইহাকে আর দেখতে পাওয়া আমার

দুর্ঘট হবে! বাছা, এস, তোর মা দাসী হয়েছে, দেখ, আর তুই আমাকে————

(রোদন।)

(রোহিতাশ্ব শৈব্যাকে আকৃষ্ট দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান; বিপ্র রোহিতাশ্বকে পশ্চাতে দেখিয়া ক্রোধ ভরে পদাঘাত করণ।)

রোহিতাশ্ব। মা! মা! কোথায় যাস্, আমায় নিয়ে যা।

শৈব্যা। প্রভু! আমার প্রতি অনুগ্রহ করে, এ বালককেও ক্রয় করুন; আপনি আমাকে ক্রয় করেছেন; ইহাকে ছেড়ে আমি আপনার গৃহকার্য্য ভালরূপ করতে পারব না। এ হতভাগিনীর এই কথা রাখুন, বালককে সঙ্গে নিন।

ব্রাহ্মণ। (হরিশ্চন্দ্রের বল্কল প্রান্তে অবশিষ্ঠ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক) ওহে! এই অবশিষ্ট অর্থগুলিও লও, বালককে আমায় দাও; স্ত্রী ও বালকের যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত আছে, সেই রূপ মূল্যই তোমাকে প্রদত্ত হইল।

গীত।

টোড়ি জংলা—কাওয়ালি।

শৈব্যা। তবে যাই নাথ রেখহে স্মরণ।
অনাথিনী শৈব্যারাণী, তারে ভুলনা কখন।

বারেকেরি তরে, মধু মাখা স্বরে,
প্রিয়া বলে ডাক মোরে, জুড়াই জীবন।

(বালক ও শৈব্যাসমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণের প্রস্থান।)

গীত।

জয়জয়ন্তি—আড়াঠেকা।

হরিশ্চন্দ্র। বিধি এই তব মনে ছিল!
সূর্য্য-বংশ-গৃহলক্ষ্মী পরের কিঙ্করী হ'ল।
রবি শশী যে বদন, হেরে নাহি কদাচন;
আসিয়া পথিক জন, হায় তারে কিনে নিল।
শশী সম সুকুমার, বিকাইনু সাথে তার;
কুবুদ্ধি একি আমার, কলঙ্ক মম রটিল।
ধিক এই অভাজনে, আপন জন বিহনে,
এখনও বেঁচে প্রাণে, কেন প্রাণ না যাইল।
হা কুমার! হা প্রেয়সি! দেখা দাও ত্বরা আসি;
তোমাদের দুঃখ রাশি, অধম হ'তে ঘটিল।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ; প্রণামান্তর হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক
বিশ্বামিত্রকে ধন প্রদান ও তদ্দর্শনে
বিশ্বামিত্রের কুপিত হওন।)

বিশ্বামিত্র। রে ক্ষত্রিয়াধম! তুই যদি ইহা যজ্ঞ-

দক্ষিণার উপযুক্ত মনে করিয়া থাকিস্, তবে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-তেজের ও তপস্যার প্রভাব দেখ।

হরিশ্চন্দ্র। (বিশ্বামিত্রের পদদেশ ধারণান্তর) মহা-ভাগ! প্রসন্ন হ'ন, আরও দিব; কিছু কাল অপেক্ষা করুন, পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছি।

বিশ্বামিত্র। দিবসের এই যে চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট আছে, আমি এই সময় মাত্র অপেক্ষা করব; তুমি আর কিছুই বলিতে পারিবে না।

(ধন গ্রহণান্তর বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।)

হরিশ্চন্দ্র। হায়! এক্ষণে আত্মদেহ বিক্রয় ভিন্ন আর কিছুই উপায় নাই;——লোকপালগণ! যিনি আমাকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন; সূর্য্য অস্তমিত হ'বার পূর্ব্বে আমাকে শীঘ্র বলুন।

(লগুড় হস্তে ভীষণ মূর্ত্তি এক চণ্ডালের প্রবেশ।)

চণ্ডাল। আমি তোমাকে চাই, কি মূল্য দিতে হ'বে, বল।

হরিশ্চন্দ্র। তুমি কে?

চণ্ডাল। আমি এ বারাণসীতে প্রবীর নামে পরিচিত বিখ্যাত ঘাতক; শবের আচ্ছাদন বস্ত্র গ্রহণ করি।

হরিশ্চন্দ্র। চণ্ডালের দাসত্ব অতি গর্হিত, আমি এরূপ ইচ্ছা করি না; শাপানলে দগ্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ, তথাপি চণ্ডালের অধীন হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।)

বিশ্বামিত্র। এই চণ্ডাল তোমাকে যথেষ্ঠ ধন দিতে স্বীকৃত আছে, তবে তুমি যজ্ঞ দক্ষিণা কেন না দাও ?

হরিশ্চন্দ্র। ভগবন্ কুশিক-নন্দন! আমি মহা প্রতাপ-শালী সূর্য্যবংশে জন্মিয়াছি ; কি রূপে চণ্ডালের অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার দাসত্ব স্বীকার করি ?

বিশ্বামিত্র। তুমি যদি চণ্ডাল হ'তে লব্ধ ধন যথা সময়ে আমাকে না দাও, তবে নিশ্চয়ই শাঁপ দিব।

(বিশ্বামিত্রের পদ ধারণ পূর্ব্বক।)

মুনিবর! প্রসন্ন হ'ন, এ দাস কাতর ও ভীত হয়েছে,—আমি আপনার ভক্ত, অনুগ্রহ করুন,—চণ্ডা-লের সঙ্গে কি রূপে বাস করিব? আপনার অনুগত ভৃত্য হই, ইহাই আমার একমাত্র বাসনা।

বিশ্বামিত্র। যদি তুমি আমার দাস হ'লে, তবে আমি এক অর্ব্বুদ অর্থ লইয়া এই চণ্ডালকে তোমায় বিক্রয় করিলাম।

গীত।

পুরবী—মধ্যমান।

হরিশ্চন্দ্র।

আর কত দুঃখ বিধি দিবে হে তুমি বল না।
অনাথ ভিখারী করে তবু সাধ মিটিল না।

শেষেতে চণ্ডালে ওরে, চিরদাস করে মোরে,
লইয়া যাইল ঘরে, হায় হায় কি যাতনা।

(চণ্ডালের হৃস্টান্তঃকরণে তাবৎ অর্থ বিশ্বামিত্রকে প্রদানান্তর হরিশ্চন্দ্রকে বন্ধন পূর্ব্বক যষ্ঠি প্রহার করিতে করিতে প্রস্থান।)

(বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক

কাশী—শ্মশান ঘাট।

(হরিশ্চন্দ্র আসীন, অদূরে প্রজ্জ্বলিত চিতা: ঝড়-বৃষ্টি-সংযুক্তা তামসী রজনী, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রপাত।)

গীত।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

হরিশ্চন্দ্র।

শোক-মাখা চারু-চিত্র ভীষণ শ্মশান।
ভব-রঙ্গ-ভূমে এই কাঁদিবার স্থান!
নীরব ধরা-সুন্দরী, মৃতদেহ কোলে করি
নীরব বিহগ মরি, ভুলে গেছে গান।

বিষাদ বসন তাঁর, কঙ্কাল কুসুম-হার :
বিভূতি, চন্দন সার, ধূলা ধূসরিত কেশ ;—
লয়ে সঙ্গে প্রতিধ্বনি, সাজি রাণী পাগলিনী,
চিতা জ্বেলে চিতে ধনি, কাঁদিয়ে কাঁদান।

(নেপথ্যে) হা মহারাজ! তোমার আদরের পুত্র রোহিতাশ্বের সর্পাঘাত হয়েছে ; তুমি কোথায়, এ সকল কিছুই জান্‌তে পাচ্ছনা ?

(মৃত সন্তান অঙ্কে শৈব্যার প্রবেশ।)

গীত।

আলেয়া—একতালা।

আমার কি হ'ল কি হ'ল কেন হ'ল গো এমন।
আমি দুর্ব্বাবনে হারালাম্ প্রাণের রতন।
আর কে ডাকিবে ওরে, 'মা' বলে মধুর স্বরে,
কা'র বা অধর ধরে, করিব চুম্বন।
নাথেরে হইয়ে হারা, গিয়াছে নয়ন তারা ;
না শুকাতে আঁখি ধারা, ভাঙ্গা কপাল ভাঙ্গিল
গোপনে আসিল চোর, কাটিল স্নেহের ডোর,
প্রাণের তনয়ে মোর, করিল হরণ।

হরিশ্চন্দ্র। হায়! কি দুঃখ! এই শিশুটী কোন

রাজবংশোদ্ভব বলে বোধ হচ্ছে; কিন্তু নির্দ্দয় কৃতান্ত ইহার কি দশা করেছে! আহা, এই বালককে মাতার ক্রোড়ে শায়িত দেখে, আমার প্রিয়তম রোহিতাশ্বকে স্মরণ হচ্ছে! সেও এতদিনে এত বড়টী হয়েছে; জানি না বিধাতা তাহাকে এখন কিরূপ রেখেছেন!

শৈব্যা। হা বাছা! কোন পাপাত্মার কোপে তোমার এমন দশা হ'ল। হা নাথ! হা অযোধ্যাধিপতে! তুমি কোথায় রয়েছ;—এমন দুঃখের সময় আমাকে আশ্বাস না দিয়ে কিরূপে নিশ্চিন্ত আছ! হা পরমেশ্বর! তুমি রাজর্ষি ধার্ম্মিক-বর মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কি না করিয়াছ? ধন-ধান্যাদি পূর্ণ বিশাল রাজ্য, আত্মীয় ও সুহৃদগণ, শেষে স্ত্রী ও পুত্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভ্রস্ট করেছ!

হরিশ্চন্দ্র। (সবেগে সমীপবর্ত্তী হইয়া) হা কি কষ্ট; এই সেই প্রিয়তম ভার্য্যা ও শিশু!

শৈব্যা। নাথ! তোমার এই দশা; শ্মশানে চণ্ডাল-ভাবে দিন যাপন কচ্ছ! হা হতবিধে! তোমার মনে এই ছিল!

হরিশ্চন্দ্র। হা বৎস! তোমার সুন্দর মুখশ্রী বিবর্ণ দেখে আমার এ কঠোর হৃদয় কেন বিদীর্ণ হচ্ছে না; আর কে আমায় 'বাবা' 'বাবা' বলে মধুর সম্ভাষণে নিকটে আসবে? কা'র জানুলগ্ন ধূলায় আমার পরিধেয় বিবর্ণ হবে? হা পুত্র! সামান্য ইতর লোকেও যে কার্য্য

ফিরিতে সক্ষম হয় না, তাহাও আমি করিয়াছি; হায়, আমি তোমাকে সামান্য দ্রব্যের ন্যায় বিক্রয় করেছি! দুরাত্মা দৈবরূপ ভুজঙ্গ আমার সমস্ত রাজ্যাদি হরণ করে অবশেষে আমার পুত্রকে দংশন করলে!

(পুত্রকে আলিঙ্গন।)

শৈব্যা। এই সেই পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ মহামতি রাজা হরিশ্চন্দ্র! হায়, ইঁহার এই দশা! হৃদয়েশ্বরের হাতে চণ্ডালের দণ্ড রহিয়াছে?—হা দৈব! তুমি অতি নিষ্ঠুর! তুমি এই দেব তুল্য রাজাকে চণ্ডাল-দশা গ্রস্থ করেছ! তুমি এ নরপতিকে রাজ্য, বন্ধুজনও স্ত্রী পুত্র রহিত করেও কি ক্ষান্ত হলে না, চণ্ডাল দশা গ্রস্থ করলে! হায়, শত শত রাজা যাঁহার গমন সময়ে বস্ত্র দিয়া পথ ধূলি শূন্য করিত, আজ সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে,—চণ্ডালভাবে দিনযাপন করছেন!

গীত।

পাহাড়ী ঝংলা—আড়াঠেকা।

নাথ হে স্বপন সম সকল হতেছে জ্ঞান।
হেরিব শ্মশানে তোমা নাহি ছিল অনুমান।
কহ পতি সত্য করে, জিজ্ঞাসে দাসী কাতরে;
এখানে কিশের তরে, করেছ হে বাসস্থান।

তুমি ভূপ ধর্ম্মবর, প্রজাগণ-হিতকর ;
ত্রিভুবন চরাচর, তব গুণ করে গান্।
হেন যদি হয় তব, অনিত্য হেরি এ সব ;
অনিত্য সে ভবধব, অনিত্য হে দান ধ্যান।

হরিশ্চন্দ্র। প্রিয়ে! কাপুরুষের ন্যায় তোমাদিগকে বিক্রয় করে সমস্ত অর্থ বিশ্বামিত্রকে দিলাম ; তাহাতেও তাঁহার পরিতোষ হ'ল না ; অবশেষে স্বয়ং চণ্ডালের নিকট বিক্রীত হয়ে, ঋষির ঋণ পরিশোধ করে, এখন এই ভাবে দিনযাপন কর্‌ছি। হৃদয়েশ্বরি! আর দীর্ঘকাল ক্লেশ ভোগের ইচ্ছা নাই ; আমি চণ্ডালের দাস, অতএব স্বাধীন নহি ; যদি চণ্ডালের অনুমতি ব্যতিরেকে অগ্নিতে প্রবেশ করি, তা হ'লে পরলোকে পুনরায় চণ্ডালের দাস হব। যে একমাত্র অন্ধের চক্ষু পুত্র-রত্নটী ছিল, তাও দৈবতরঙ্গে নিমগ্ন ; আমি অতি দুর্গতিগ্রস্থ, কারণ পরাধীন ; অথবা বিপদাপন্ন ব্যক্তি পাপের ভয় করে না। পুত্রের মৃত্যুতে যেরূপ দুঃখ হয়, পশু-পক্ষী-যোনিতে ও সেরূপ শোক হয় না ; অতএব আমি পুত্রের শরীর সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করি। প্রিয়তমে! আমার কুকর্ম্মের ক্ষমা কর ; তুমি ব্রাহ্মণের গৃহে ফিরে যাও। যদি আমি এ জন্মে দান ও পিত্রাদি গুরুজনের সেবা করিয়া থাকি, তবে পরলোকে পুত্র ও তোমার সহিত

পুনরায় যেন মিলিত হই। প্রিয়ম্বদে! পরিহাস চ্ছলে কিম্বা গোপনে তোমার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর!

শৈব্যা। হৃদয়-বল্লভ! আমারও আর এ দারুণ যন্ত্রণা সহ্য হয় না, অদ্যই আমি তোমার সহিত হুতাশনে ঝাঁপ দিব।

(হরিশ্চন্দ্রের চিতা সজ্জিতকরণ ও তদুপরি মৃত পুত্রকে স্থাপন পূর্ব্বক।)

গীত।

ঝিঁঝিট—ঢিমেতেতালা।

হরিশ্চন্দ্র।

রাধিকা-রমণ হরি ব্রজরাজ পুরন্দর।
বিতরি করুণা দীনে দয়াময় নাম ধর।
পাপ পুণ্য সমুদয়, তোমার মায়ায় হয়,
তুমি প্রভু সর্ব্বময়, নিত্যানন্দ কৃপাকর।
তব নামামৃত পানে, সবে সুখী হয় প্রাণে;
পুণ্যাত্মা তোমার ধ্যানে, যাপে কাল নিরন্তর।
সংসার ঘোর মায়ায়, একে তনু জ্বলে যায়;—
সর্পাঘাতে সুত তায়, মরেছে হে পীতাম্বর।
বাসনা করেছি মনে, এ চিতার হুতাশনে;
পশিব দারার সনে, দেখ দেখ পরাৎপর।

(দিব্যালোক প্রকাশ ; বিশ্বামিত্র ও ইন্দ্রাদি দেবগণের
ধর্ম্মকে অগ্রগামী করিয়া প্রবেশ।)

দেবগণ। ধরাপতে! শ্রবণ কর, ইনি স্বয়ং ব্রহ্মা ; এই সাক্ষাৎ ভগবান ধর্ম্ম ; এই বিশ্বামিত্র—পূর্ব্বে ত্রিভুবনে কেহ যাঁহার সহিত বন্ধুত্ব লাভে সক্ষম হয় নাই, আজ সেই বিশ্বামিত্র তোমার সহিত মিত্রতা লাভে অভিলাষী হয়েছেন।

ইন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র! তুমি অতি ভাগ্যবান্, আমি ইন্দ্র স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত ; তুমি, তোমার স্ত্রী ও পুত্র সকলেই অক্ষয়লোক লাভ করিয়াছ ; এক্ষণে ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত স্বর্গে চল।

(ইন্দ্রের চিতোপরি অপমৃত্যু নাশক অমৃত বর্ষণ,
রোহিতাশ্বের চেতনা লাভ, নৃপ কর্ত্তৃক
রোহিতাশ্বকে আলিঙ্গন।)

হরিশ্চন্দ্র। দেবরাজ! মৎপ্রভু—চণ্ডালের অনুমতি ক্রমে আমার দাসত্ব মুক্তি না হ'লে আমি কি রূপে স্বর্গে গমন করিব ?

ধর্ম্ম। তোমার এইরূপ অবস্থা ঘটিবে জানিয়া আমি স্বয়ং মায়াবলে চণ্ডালরূপ ধারণ করিয়া ছিলাম, এবং সেই চপল স্বভাবও দেখাইয়াছি।

হরিশ্চন্দ্র। দেবরাজ! আপনাকে নমস্কার।

ইন্দ্র। রাজর্ষি! আর আমাদের এস্থানে থাকিবার প্রয়োজন নাই; চলুন সকলে স্বর্গে গমন করি। তুমি, তোমার স্ত্রী ও পুত্র সকলে এই সকল পরিচ্ছদ পরিধান কর।

(ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরিচ্ছদ প্রদান; হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের পরিচ্ছদ পরিধান।)

হরিশ্চন্দ্র। শচী-পতে! অযোধ্যা নগরীস্থ প্রজাগ৭ আমার নিতান্ত অনুরক্ত, তাহাদিগকে ত্যাগ করে আ৷ কি প্রকারে স্বর্গে গমন করি।

ইন্দ্র। প্রজা-পালক! আচ্ছা,তা'ই হবে; তুমি সম প্রজাবর্গ ও দারা সুত সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন কর।

(শূন্য হইতে অপ্সরীগণের সিংহাসন অবতরণান্তর)

গীত।

খাম্বাজ—খেমটা।

অপ্সরীগণ।

এসহে নরেশ-বর বস হৈম-সিংহাসনে।
এসেছি লইতে তোমা আমরা অপ্সরীগণে।
দারা সুত সবে লয়ে, চল ভূপ দেবালয়ে,
তোমা প্রতি তুষ্ট হয়ে, ডাকিছেন দেবজনে।
সুবাসিত মনোহর, পারিজাত ফুল-হার,
পর গলে পরস্পর, সুশোভা হেরি নয়নে।

(হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের গলদেশে অপ্সরীগণ কর্ত্তৃক মাল্য প্রদান।)

ইন্দ্র। এই যে, দেখিতে দেখিতে স্বর্গ হইতে সিংহা- আসিল, আর অপেক্ষার প্রয়োজন কি? এক্ষণে বহু- কালাবধি প্রবাস জনিত আপনারা দম্পতী যুগলের অ- ক্লেশ হয়েছে। সিংহাসনে আরোহণ করুন, এই ..., অযোধ্যাস্থ নাগরিক ও পুরবাসীগণ সকলেই এখানে ...স্থিত হ'ল।

হ রিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের সিংহাসনে আরোহণ; দেব ও অপ্সরীগণ সকলের)

গীত।

বেহাগ জংলা—একতালা।

গাওরে জগত জন (সবে) মিলিয়ে,
কুসুম দাম ফুটিয়ে,
চাঁদ কিরণ ঢালিয়ে;—
গাওরে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে।
গাওরে কোকিল নিকুঞ্জ কুলে,
গাওরে মধুপ বসিয়া ফুলে,
সরসী সলিল তরঙ্গ তুলে,
গাও নাচিয়ে নাচিয়ে;—
গাওরে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে;

গাওহে পবন মধুর স্বরে,
কাননে কাননে ভ্রমণ করে ;
নিশির শিশির প্রেমের ভরে,
গাও সুবাস মাখিয়ে ;—
গাওরে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে।
নবীন নির্ঝর নবীন রবে,
আছ রে বিজনে যে যথা সবে ;
গাওরে প্রকৃতি জাগায়ে ভবে,
প্রেম-লহরী তুলিয়ে ;—
আজি এ মধুর মিলনে মাতিয়ে।

যবনিকা পতন।